

সূরা আল্ মায়েদা-৫

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

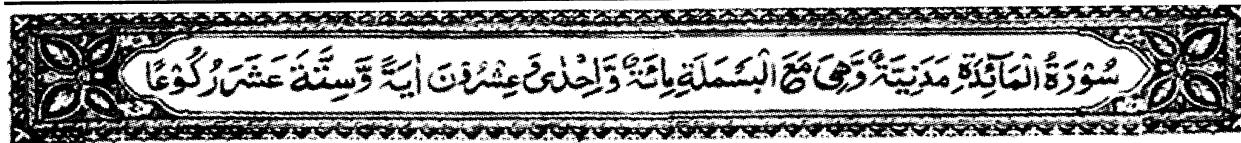
অবতীর্ণ হওয়ার সময়

কুরআন মজীদের তফসীরকারকদের মতে এ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। হ্যরত আয়েশার (রাঃ) বরাত দিয়ে হাকিম এবং ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে অবতীর্ণ সূরাগুলোর এটি সর্বশেষ সূরা। অবশ্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, আলোচ্য সূরাটি হ্যরত রসূলে পাক (সাঃ) এর নবুওয়তের শেষের বছরগুলোতে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং কোন কোন আয়াত প্রকৃতপক্ষে হ্যরত নবী করীম (সাঃ) এর নিকট অবতীর্ণ শেষ আয়াতগুলোর অন্তর্ভুক্ত। যদিও ইয়াহীদের কন্যা আসমার বরাত দিয়ে ইমাম আহমদ এ সূরাটির সমস্ত অংশ একসাথেই অবতীর্ণ হয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন, তখাপি প্রতীয়মান হয় যে সূরাটির উল্লেখযোগ্য অংশ একসাথেই অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সে সুবাদে সমস্ত সূরাটিই একসাথে অবতীর্ণ হয়েছে বলে পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সম্ভবত এ কারণেই অবতীর্ণ হওয়ার ক্রম অনুসারে রডওয়েল এ সূরাকে সমস্ত সূরার শেষে স্থান দিয়েছেন।

বিষয়বস্তু

সূরা আলে ইমরান এবং আন্ নিসায় যেমন খৃষ্টধর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তেমনি এ সূরাতেও খৃষ্টধর্মতের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং বিশেষ করে ‘বিধি ব্যবস্থা বা শরীয়ত অভিশাপ’-এ মতবাদকে প্রকাশ্যভাবে নির্দ্দা করা হয়েছে। অংগীকার পূর্ণ করার নির্দেশসহ সূরাটি শুরু হয়েছে এবং (শিকার এবং খাদ্যবস্তু হিসাবে) কোন্ কোন্ জিনিষ হালাল (বৈধ) এবং কোন্তগুলো হারাম (অবৈধ) তা বর্ণিত হয়েছে। সূরাটিতে এ দাবীও রয়েছে, মানুষের পরিপূর্ণ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা কুরআনে নির্হিত আছে এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত মানবজাতির চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় শরীয়ত হিসাবে বর্তমানে কুরআনই একমাত্র ঐশ্বী-বিধান। পবিত্র কুরআনের এ দাবীর যথার্থতা সূরাটির ৪ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে, মানুষের নৈতিক উন্নতি এবং আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশ দেয়ার জন্য বিধি-ব্যবস্থা বা আইন-কানুন অত্যন্ত জরুরী। তাই একে অভিশাপ বলে অভিহিত করা অন্যায়। উক্ত আয়াতে এ আভাষণ রয়েছে যে খৃষ্টানদের নিকট প্রতিমার প্রসাদ হিসাবে উৎসর্গীকৃত মাংস, রক্ত এবং শ্঵াসরূপ করে মারা প্রাণী খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল এবং এটা তাদের বিধি-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল (প্রেরিতদের কার্য ১৫৮২০, ২৯)। অতএব তাদের পক্ষে শরীয়তকে দেষারোপ করা, একে অভিশাপ বলে আখ্যায়িত করা শোভা পায় না। অতঃপর ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গ থেকে খাদ্য-দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণনাপূর্বক বলা হয়েছে, একদিকে যেমন খাদ্য-বস্তুকে হতে হবে ‘হালাল’ অর্থাৎ আইনসমূহ, অপরদিকে সেগুলো হবে ‘ত্যেব’ অর্থাৎ উপাদেয় ও রুচি-সম্মত যাতে সেগুলোর ব্যবহার কোন দিক থেকে ডাঙ্গারী বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে না যায়। এ দিক থেকে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা খাদ্য-দ্রব্যের হালাল-হারাম সংক্রান্ত বিধি বর্ণনায় অতি সুন্দরভাবে কোন্ খাদ্যবস্তু শুধু মাত্র বৈধ এবং কোনটি বৈধ ও উপাদেয় এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করেছে। অতঃপর ইহুদী এবং খৃষ্টান কর্তৃক আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত অংগীকার ভঙ্গ এবং ঐশ্বী-নির্দেশাবলীর অস্বীকারের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে যার পরিণতিতে তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতন ঘটেছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বর্ণিত হয়ে তারা অপমানিত ও নিগৃহীত হয়েছে। কিন্তু পুনরায় এখন হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে গ্রহণ করার মাধ্যমে তারা আধ্যাত্মিকভাবে পুনর্বাসিত এবং আল্লাহর অনুগ্রহের অধিকারী হতে পারে। খৃষ্টানদেরকে আরো সতর্ক করে বলা হয়েছে, প্রথমত তারা হ্যরত ঈসা (আঃ) কে ঈশ্বররূপে গ্রহণ করে অভিসম্পাত কুড়িয়েছে এবং বর্তমানে তারা হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি দীর্ঘারিত হয়েছে এ কারণে যে আল্লাহ তাঁকে অনুগ্রহ প্রদানের জন্য বেছে নিয়েছেন। হ্যরত রসূল পাক (সাঃ) এর প্রতি তাদের এ ঈর্ষাপরায়ণতা হাবিলের প্রতি কাবিলের ঈর্ষাপ্রতি হওয়ার অনুরূপ মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ। সূরাটিতে এরপর বলা হয়েছে, ইহুদী ও খৃষ্টানরা ইসলামের বিরোধিতায় সম্ভাব্য সকল প্রকার সুযোগের ব্যবহার করছে, অথচ তারা নিজেরাই এমন নীতিভঙ্গ যে নিজেদের ধর্মীয় কিতাব অনুযায়ী কাজ করা থেকে বিরত থাকছে এবং নিজেদের ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে জ্ঞানও দিন দিন হারিয়ে ফেলছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, তারা যদি ইসলামের অনুসারী নাও হয়, অতত তাদের উচিত নিজেদের ধর্মমতে বিশ্বাস করে সেই অনুযায়ী কাজ করা। কিন্তু যদি কখনো ইসলামের রাজনৈতিক অধিকারের কারণে তারা ইসলামী সরকারের নিকট কোন বিষয়ে বিচার প্রার্থনা করে তাহলে সে বিচার অবশ্যই কুরআনের বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন হবে। অতঃপর মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থানে যে মহা পরিবর্তন সূচিত হয়েছে সে দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, মুশরিকদের শক্তি চূড়ান্তভাবে খর্ব হয়েছে এবং খৃষ্টানরাই এখন তাদের প্রধান শক্রপক্ষ। কেননা ইহুদীরা খৃষ্টানদের সাথে তাদের শক্রতা সত্ত্বেও মুসলমানদের সাথে বিরোধিতায় খৃষ্টানদের পক্ষই অবলম্বন করবে। সেজন্য মুসলমানদের এ উভয়ের (ইহুদী ও খৃষ্টান) মোকাবিলায় সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত। আবার ইসলামের অবমাননা ও তাদের ধর্ম-বিশ্বাস থেকে বিচৃত করার বিভিন্ন কলা-কৌশল ও ষড়যন্ত্রের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুসলমানদেরকে তবলীগ বা প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা স্ফ্রণ করানো হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের ঘণ্ট প্রচেষ্টা মোকাবিলা করবার একটি ফলপ্রসূ পদ্ধতি হচ্ছে তাদের নিকট ইসলামের

ବାଣୀକେ ପ୍ରଚାର କରା ଏବଂ ତାଦେର ନିଜେଦେର ଧର୍ମଗୃହ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଆଲ୍ଲାହର ପାତାକେ ତୁଲେ ଧରା । ତାଦେର ନିକଟ ପରିଷକାରଭାବେ ତୁଲେ ଧରତେ ହବେ ଏଥିନ ତାଦେର ମୁକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ମାତ୍ର ଇସଲାମେର ଅନୁସରଣେର ମାଧ୍ୟମେଇ ସଂଭବ, ଆର ତାଦେର ସବ ରକମେର ପୌତ୍ରିକ ବିଶ୍ୱାସ ମିଥ୍ୟା । ବିଶେଷ କରେ ହ୍ୟରତ ଦ୍ୱିତୀୟ (ଆଃ) ଆଲ୍ଲାହର ପୁତ୍ର, ଏ ମତବାଦ ଜୟନ୍ୟ ମିଥ୍ୟା । ଅନୁରପଭାବେ ଇହଦୀଦେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଲା ହେଲେ, ତାରା ଆଲ୍ଲାହର ଦୁ'ଜନ ମହାନ ନବୀ ହ୍ୟରତ ଦାଉଦ (ଆଃ) ଓ ହ୍ୟରତ ଦ୍ୱିତୀୟ (ଆଃ) ଏର ବିରୋଧିତା କରାଯା ଓ ତାଦେରକେ ବିଭିନ୍ନ କଟ ଦେଯାଯା ଆଲ୍ଲାହର କ୍ଷେତ୍ରର ଶିକାର ହେଲେ । ଏରପର ତାଦେର ଅତୀତ ଅପରାଧ ଓ ବ୍ୟର୍ତ୍ତାର ଦିକେ ତାଦେର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରା ହେଲେ । ପଞ୍ଚାନ୍ତରେ ଖୃଷ୍ଟାନ୍ଦେର ମାଝେ ଇଶ୍ଵର ବିଧି-ବିଧାନ ପ୍ରାଚୀନ କରାର ପ୍ରବଳତା ଓ ସଭାବନା ବେଶ ଥାକାଯା ତାଦେର ସାଥେ ସଂପଣ୍ଡିତ କିଛି ବିଷୟରେ ବିଧି-ବିଧାନ ଦେଯା ହେଲେ, ଯେମନ, ବୈଧ ଓ ଅବୈଧ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଶିକ୍ଷା, ଶପଥ ଗ୍ରହଣେର ପଦ୍ଧତି, ମଦ, ଜୁଯା ଓ ଶିକାର ଖେଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିଧି-ନିଷେଧ, ଧର୍ମେର ବିରୂପ ସମାଲୋଚନା ବିଷୟକ ଧର୍ମୀୟ ଆଚାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଆର ସାଙ୍କ୍ୟ ଗ୍ରହଣେର ପଦ୍ଧତି ଏତେ ଶେଖାନ୍ତେ ହେଲେ । ପରିଶେଷେ କିଛୁଟା ବିନ୍ଦୁତଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ (ଆଃ) ଏର ଜୀବନେର କୋନ କୋନ ଘଟନାର ପ୍ରତି ଆଲୋକପାତ କରା ହେଲେ ଯେ ସେଗୁଣେ ଆଲ୍ଲାହର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନବୀଦେର ଜୀବନେର ବିଭିନ୍ନ ଘଟନାବଳୀର ସାଥେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେଦିକ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ (ଆଃ) ଏର ମାଝେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶେଷ କୋନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଛିଲ ନା । ଅବଶ୍ୟ ଖୃଷ୍ଟାନ୍ଦ ଜାତିର ପାର୍ଥିବ ଉନ୍ନତିଓ ହ୍ୟରତ ଦ୍ୱିତୀୟ (ଆଃ) ଏର ଦୋଯାର କବୁଲୀୟତେର ଫଳେଇ ହେଲେ । କିନ୍ତୁ ତାରା ଏ ପାର୍ଥିବ ଉନ୍ନତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ସମ୍ବ୍ୟବହାର କରେନି । ତାହାଡ଼ା ତାରା ଆଲ୍ଲାହ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟକେ ଇଲାହ (ଉପାସ୍ୟ) ରଙ୍ଗେ ଗ୍ରହଣ କରେଛେ । ଆଲ୍ଲାହ ଏ ଜନ୍ୟ ଶେଷ ବିଚାରେ ଦିନ ଖୃଷ୍ଟାନ୍ଦେର ଅପରାଧୀ ସାବ୍ୟକ୍ଷଣ କରବେନ ଏବଂ ସ୍ଵୟଂ ହ୍ୟରତ ଦ୍ୱିତୀୟ (ଆଃ) ଏର କଥା ଦ୍ୱାରାଇ ତାଦେରକେ ଲାଞ୍ଛିତ କରବେନ । ଅତଃପର ଏ ଘୋଷଣା ଦ୍ୱାରା ସୂରାଟି ଶେଷ କରା ହେଲେ ଯେ ଆକାଶମୂହେର ଓ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଏଦେର ମାଝେ ଯା ଆଛେ ଏର ସାରବଂତୋମତ୍ତ୍ଵ ଆଲ୍ଲାହରଇ ଏବଂ ତିନି ସର୍ବବିଷୟେ ଶକ୍ତିମାନ । ଏତେ ଏ ବିଷୟରେ ଦିକେ ଇଞ୍ଜିନ କରା ହେଲେ, ଖୃଷ୍ଟାନ୍ଦେର ବିଶ୍ୱାସ ଆଲ୍ଲାହର ରାଜ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଆକାଶେଇ (ଅନ୍ୟତ୍ର ନଯ), ଏର କୋନ ଭିତ୍ତି ନେଇ ।



সূরা আল মায়েদা-৫

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ১২১ আয়াত ও ১৬ রংক

১। **ক-**আল্লাহর নামে, যিনি পরম করণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী ।

মন্তব্য ২। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা (নিজেদের) অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। **যেসব গবাদি পশু সম্বন্ধে তোমাদেরকে (কুরআন থেকে)** পড়ে শুনানো হচ্ছে সেগুলো ছাড়া^{১১} অন্যগুলো তোমাদের জন্য^{১২} হালাল করা হয়েছে। কিন্তু তোমরা ইহুরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করাকে বৈধ মনে করো না। নিশ্চয় আল্লাহ যা চান সিদ্ধান্ত দেন।

★ ৩। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ-নির্ধারিত পবিত্রতার প্রতীকসমূহের^{১৩} ও সম্মানিত মাসের^{১৪} এবং কুরবানীর পশুর অবমাননা করো না। আর গলায় কুরবানীর চিহ্ন বহনকারী পশুর এবং যারা নিজ প্রভু-প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও **সন্তুষ্টির আশায়**^{১৫} বায়তুল হারামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে (তোমরা) তাদেরও (অবমাননা করো না)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ قُوْدٌ
أَجْلَتْ لَكُمْ بِهِمَةً الْأَنْعَامَ
عَلَيْكُمْ عَيْرٌ مُّحْلٌ الصَّيْدٌ وَأَنْتُمْ
مُّحْرَمٌ
إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُفْعِلُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ
الشَّوَّالَ
لَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ
وَلَا الْهَدَى
وَلَا الْقَلَادَةَ
وَلَا أَقْيَانَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ
رِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَّلْتُمْ قَاضِطَادُوا
وَلَا

দেখুন : ক. ১৪১; খ. ২৪১৭; ৫৪৪; ৬৪১৪৬; গ. ৫৯৪৯।

৭১৬। ‘যে সব গবাদি পশু সম্বন্ধে তোমাদেরকে (কুরআনে) পড়ে শুনানো হচ্ছে সেগুলো ছাড়া’ এ বাক্যাংশটি সেইসব জাতুকে বুঝিয়েছে যেগুলোর ঘোষণা পরবর্তী আয়াতে করা হয়েছে। ‘মৃত-জীব এবং রক্ত এবং শূকরের মাংস’ এ কথাগুলো উপরোক্ত (প্রথমোক্ত) বাক্যাংশের আওতাভুক্ত নয়, কেননা ‘শূকর’ গবাদিপশুর অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রথমোক্ত বাক্যাংশটিতে যে ব্যতিক্রমের কথা বলা হয়েছে তা গবাদি পশু-সংক্রান্ত এবং এতেই সীমাবদ্ধ, সকল জাতুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এ দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি পূর্বেই কুরআনের ২৪১৭৪ আয়াতে অবতীর্ণ হয়েছিল।

৭১৭। ‘বাহীমাতুল আন-আম’ অর্থ ‘গবাদি চতুর্পদ জস্তু’ এ কথাটি দ্বারা সকল চতুর্পদ জাতু বুঝায় না। কেননা ‘চতুর্পদ জাতু’ ‘গবাদি পশু’ শব্দের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক। এর সঠিক অর্থ, গবাদি শ্রেণীর বা তদনুরূপ চতুর্পদ প্রাণী। এ শব্দযুগল দ্বারা বুঝানো হয়েছে, যেখানে সকল শ্রেণীর চতুর্পদ প্রাণী খাদ্যেপযোগী (হালাল) নয়, সেখানে গবাদি শ্রেণীর বা তদনুরূপ ত্রিগতোজী রোমস্তনকারী চতুর্পদ প্রাণী সবই সাধারণভাবে খাদ্যেপযোগী (হালাল)।

অতএব এ প্রকাশ-ভঙ্গী দ্বারা গৃহপালিত গবাদি চতুর্পদ জাতু ছাড়াও তদনুরূপ বন্য চতুর্পদ জাতু যেমন-ছাগল, গরু, মহিষ, হরিণ ইত্যাদিও হালাল ঘোষণা করা হলো।

৭১৮। ★[‘আল্লাহ-নির্ধারিত পবিত্রতার প্রতীকসমূহ’ বলতে কোন কোন নির্দিষ্ট সময়, স্থান অথবা জীবিত কোন সন্তাকে বুঝানো হয়ে থাকে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক প্রদত্ত টাকা দ্রষ্টব্য)]

৭১৯। সম্মানিত মাসের অবমাননা না করার তাৎপর্য হলো সেই মাসের পবিত্র কর্তব্যগুলোর প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা এবং অবহেলা ও অবজ্ঞা না করা। সেই মাসের নিয়ম-আচার যথাযথভাবে পালন করা।

৭২০। ‘হাদ্রায়া ও ইদালা’ উভয় শব্দই সেইসব পশুকে বুঝায় যেগুলো হজ্জের উদ্দেশ্যে আনা হয়। ‘ইদালা’ বিশেষভাবে কুরবানীর পশুকে বলা হয় যেগুলোর গলায় মালা থাকে (মুহীত) এবং অন্যান্য পশু, যেগুলো কুরবানীর জন্য মকায় আনা হয় সেগুলোকে সাধারণভাবে ‘হাদ্রায়া’ বলা হয়।

তোমরা যখন ইহরাম খুলে ফেল (তখন নির্ধিধায়) শিকার করতে পার^{৭২০-ক}। আর ক্ষমসজিদে হারামে তোমাদেরকে (প্রবেশ করতে) কোন জাতির বাধা দেয়ার (কারণে স্ট্র) শক্রতা যেন সীমালজ্বনে তোমাদের প্ররোচিত না করে। আর তোমরা পুণ্য ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরম্পর সহযোগিতা করো ^{৭২১} এবং পাপ ও সীমালজ্বনে ^{৭২০-খ} পরম্পর সহযোগিতা করো না। ^{৭২২} আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিচয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

৪। ^১মৃতপশ্চ, রক্ত ও শূকরের মাংস এবং সেই (সব জীবজন্ম) যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা হয়েছে এবং শাসরঞ্জ হয়ে মরা, আঘাতে মরা, ওপর থেকে পড়ে মরা, শিংবিদ হয়ে মরা এবং হিন্দু পশুর খাওয়া (জীবজন্ম) তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। তবে যে (সব জীবজন্ম মরার আগেই) তোমরা জবাই করে ফেল এদের কথা ভিন্ন। আর (সেই পশুও হারাম) যাকে দেবদেবীর বেদীতে বলি দেয়া হয়েছে এবং ^২তীর দিয়ে তোমাদের ভাগ্য নির্ণয় করাও (হারাম)। এ সবই হলো দুর্কর্ম। যারা অস্বীকার করেছে তারা আজ তোমাদের ধর্মে (হস্তক্ষেপ করতে) নিরাশ হয়েছে। সুতরাং তাদের ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ^{৭২৩} করলাম। আর আমি ^৩ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্মরূপে মনোনীত করলাম। তবে ^৪পাপপ্রবণ না হয়ে ক্ষুধার তাড়নায় কেউ (নিষিদ্ধ জিনিষ খেতে) বাধ্য হলে সেক্ষেত্রে (মনে রেখো) নিচয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

يَعْلَمُ مَنْ كُمْ شَنَانْ قَوْمٌ أَنْ صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ أَنْ تَعْتَذِدُوا مَهْبِطِ
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِيمَانِ وَالثَّقَوْيَ سَوْلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِشْمَادِ الْعَذَادِ إِنَّمَا تَقُوَا
إِنَّمَا تَقُوَا إِنَّمَا تَقُوَا إِنَّمَا تَقُوَا^৭
اللَّهُ هُنَّ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

حَرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ
الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ
الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا آكَلَ السَّبُمُ لَا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ
تَشَتَّقِسُمُوا بِالْأَذْلَامِ ، ذِلِّكُمْ فَسَقٌ ،
الْيَوْمَ يَرِئُسُ الظَّيْنَ كَفَرُوا مِنْ بَيْنِكُمْ
فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَلَا خَشُوْنَ ، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِيَنَكُمْ وَأَنْتَمْ مُتَّمِمُونَ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِشْلَامَ دِيَنًا ،
فَمَنِ اصْطَرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ
لِلْأَثِيمِ ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ^৮

দেখুন ৪ ক. ৫৪৯; ১১৪১০; খ. ২৪১৭৪; ৬৪১৪৬; গ. ৫৪৯১; ঘ. ৩৪২০, ৮৬; ঙ. ২৪১৭৪; ৬৪১৪৬; ১৬৪১১৬।

৭২০-ক। হজ্জপালনকারী ব্যক্তি হজ্জ পূর্ণ করার পর যখন ইহরাম খুলে পরিত্র হজ্জ এলাকা থেকে বের হয়ে আসেন তখন তিনি শিকার করতে পারেন।

৭২০-খ। ব্যক্তিগত জাতিগত ও আন্তর্জাতিক আচরণের কী সুন্দর, কী মহান নীতি! হায়! যদি এ নীতি মানব-জীবনে বাস্তবায়িত হতো তাহলে ঘৃণা, হিংসা, শক্রতা দূর হয়ে যেত।

৭২১। 'ইকমাল' ও 'ইত্মাম' শব্দ দু'টি ক্রিয়া-বিশেষ্য। প্রথমটি গুণের দিক থেকে পূর্ণতা প্রকাশ করে, দ্বিতীয়টি সংখ্যার দিক থেকে। প্রথম শব্দটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে, ধর্মীয় নীতিমালা ও আইন-কানুন যা মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় তা পরিপূর্ণভাবে কুরআনে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় শব্দটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে, মানুষের উন্নতির জন্য যা যা প্রয়োজন এর কিছুই বাদ দেয়া হয়নি। প্রথমটি দ্বারা মানুষের দৈহিক ও বাহ্যিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সকল আদেশ-নিষেধকে এবং দ্বিতীয় শব্দটি মানুষের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সকল আদেশ-নিষেধকে বুঝিয়েছে। আল্লাহর ধর্ম ও তাঁর অনুগ্রহরাজির

৫। তারা তোমার কাছে জানতে চায় তাদের জন্য কী হালাল করা হয়েছে^{১২২}। তুমি বল, ‘তোমাদের জন্য সব পরিত্র জিনিষ হালাল করা’^{১২২-ক} হয়েছে। আর শিকারী পশুপাখীকে পোষ মানাতে তোমরা যে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাক (মনে রেখো) আল্লাহর শিখানো জ্ঞান থেকেই তোমরা তাদের শিখিয়ে থাক। তারা তোমাদের জন্য যা ধরে আল্লাহর নাম নিয়ে তা থেকে খাও। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

৬। আজ তোমাদের জন্য সব পরিত্র বস্তু হালাল করা হলো। আর আহলে কিতাবের (তৈরী) খাবার^{১২৩} তোমাদের জন্য হালাল। আর তোমাদের (তৈরী) খাবারও তাদের জন্য হালাল। আর সতীসাধী মুমিন নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব^{১২৪} দেয়া হয়েছিল তাদের মাঝে সতীসাধী নারীরাও (তোমাদের জন্য বৈধ), তোমরা যদি ব্যভিচারী না হয়ে কিংবা গোপন প্রগয়িনী না বানিয়ে তাদেরকে বিয়ে করে মহরানা দাও। আর দ্বিমানকেই যে অস্বীকার করে অবশ্যই তার কৃতকর্ম ব্যর্থ হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

[৬]
৫

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا جَلَّ لَهُمْ، قُلْ أَجِلَّ
لَكُمُ الظَّبَابُ، وَمَا عَلِمْتُمْ مِنْ
الْجَوَارِ حُكْمَلَبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا
عَلَمْكُمُ اللَّهُ؛ فَكُلُوا مِمَّا أَهْسَنَ
عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا إِسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا تَفْعَلُوا
اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑤

الْيَوْمَ أَجِلَّ لَكُمُ الظَّبَابُ، وَطَعَامُ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ، وَ
طَعَامًا مَكْفُورٌ حَلٌّ لَهُمْ، وَالْمُحْسَنُ مِنْ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحْسَنُ مِنْ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُوزَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسَاقِفِينَ وَلَا مُتَنَحِّزِينَ أَخْدَانِ، وَمَنْ
يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلَهُ؛ وَ
هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ⑥

৫

দেখুন : ক. ৬৪১১৯।

পূর্ণতা দান করার কথাগুলো, খাদ্য-সংস্থানীয় আইন-কানুন বর্ণনা করার পরে পরেই বর্ণিত হয়েছে যাতে মানুষ বুঝতে পারে হালাল, ভাল ও পরিমিত খাদ্য মানুষের নৈতিক-ভিত্তির প্রথম স্তর যার উপর নির্ভর করে আধ্যাত্মিক সোপানগুলো উঠেছে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, এ আয়াতটিই আল্লাম কুরআনে অবতীর্ণ সর্বশেষ আয়াত। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ৮২ দিন পরেই হ্যরত নবী করীম (সাঃ) ইহলোক ত্যাগ করেন।

৭২২। পূর্ববর্তী আয়াতে নিষিদ্ধ খাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত করার পর এ আয়াতে ও পরবর্তী আয়াতে খাদ্য ছাড়া অন্য সব খাদ্যই এ শর্তে হালাল (বৈধ) যে এগুলো বৈধ, পরিত্র ও ভাল এবং সদুপায়ে উপার্জিত হতে হবে, স্বাস্থ্যের ও নৈতিকতার বিরোধী হলে চলবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জন্য হিতকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ, বৈধ ও রুচিকর খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে। মহানবী (সাঃ) শিকারী ও মাংসাশী জন্তুর মাংস ও শিকারী-মাংসাশী পাখীর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন। এগুলোর মাংস ভক্ষণ বৈধতার বাইরে।।।

৭২২-ক। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পশু বা শিকারী পাখীর শিকার পশু-পাখীও জবাই করা পশু পাখীর মতই হালাল। কেননা প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত পশু-পাখীর মাধ্যমে তা ধরা হয়েছে। তবে সেগুলোকে পূর্ণ বৈধতা দানের জন্য আল্লাহর নামে জবাই করতে হবে। শিকারী পশু বা পাখীকে ‘বিস্মিল্লাহ’ বলে ছেড়ে দিলে তার শিকার মারা গেলেও তা খাওয়া হালাল।

৭২৩। এর তাঁগ্রহ্য হলো, তওরাতের আইন মোতাবেক জবাই করা পশু-পাখীর মাংস মুসলমানের জন্য খাওয়া বৈধ এবং তওরাত কিতাবে যেসব খাদ্য বৈধ বলে বর্ণিত হয়েছে ইসলাম সেগুলোকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে সে খাদ্যে আল্লাহর নাম নেয়া উত্তম। ইবনে আবুবাসের মতে এখানে ‘খাবার’ শব্দটি ‘হালাল খাবার’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ আহলে-কিতাবের দ্বারা নিয়মিতভাবে জবাই করা পশুর মাংস খাওয়া হালাল বলা হয়েছে (বুখারী, যাবীহা আহলিল কিতাব অধ্যায়)।

৭২৪। মুসলমান পুরুষের সাথে আহলে-কিতাব (ইহুদী-খ্রিস্টান) স্ত্রীলোকের বিয়ের অনুমতি দিলেও ইসলাম সত্যিকারভাবে পছন্দ করে মুসলমান পুরুষ মুসলমান নারীকেই বিয়ে করুক।

৭। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াতে যাও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও তোমাদের হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও এবং তোমরা তোমাদের মাথায় ‘মাসাহ’ কর ও তোমাদের পা গিরো পর্যন্ত^{৭২৫} (ধুয়ে নাও)। আর তোমরা বীর্য শ্বলনে অপবিত্র হলে (গোসল করে) ভালভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হও। আর তোমরা যদি অসুস্থ হয়ে পড় বা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে বা তোমরা স্ত্রীগমন করে থাক এবং পানি না পাও তাহলে শুকনো পবিত্র মাটি দিয়ে ‘তায়াশুম’ কর এবং তা থেকে (কিছু মাটি) দিয়ে তোমাদের মুখমণ্ডল ও তোমাদের হাত মলে নাও^{৭২৫-ক}। আল্লাহ তোমাদের ‘অসুবিধায় ফেলতে চান না, বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে এবং তোমাদের প্রতি নিজ অনুগ্রহ পূর্ণ করতে চান যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

৮। আর তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর সেই অনুগ্রহ ও গঁর (সেই) দৃঢ় অঙ্গীকারকে শ্বরণ কর, যে অঙ্গীকার^{৭২৬} তিনি তোমাদের কাছ থেকে (সেই সময়) নিয়েছিলেন তোমরা যখন বলেছিলে, ‘আমরা শুনলাম ও আনুগ্রহ করলাম।’ আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ মনের কথা খুব ভাল করেই জানেন।

৯। হে যারা ঈমান এনেছ! ^গতোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। আর ^ঘকোন জাতির শক্রতা তোমাদের যেন কখনো অবিচার করতে

দেখুন : ক. ২৪:১৮৬; ২৪:৮৭ ; খ. ২৪:২৮৬ ; গ. ৪৪:৩৬ ; ঘ. ৫:৩; ১১:৯০।

৭২৫। মাথায় মাসাহ করার কথা বলার অব্যবহিত পরেই এসেছে পায়ের কথা। কিন্তু এর অর্থ পা দুঃটি ও মুছে ফেলা নয়। যেহেতু পা ধোয়া ওয়ুর শেষ পর্যায় তাই মাথা মুছে ফেলার পরে পায়ের কথা বলা হয়েছে। এখানে ‘পা’ (আরজুলা) কর্মকারকে ব্যবহৃত হয়েছে যা ‘ফাগসিলু’ (ধোত কর) ক্রিয়ার কর্মকারক, অর্থাৎ পা ধুয়ে নাও। ‘আরজুলাকুম’ যদি ‘ওয়ামসাহ’ ক্রিয়ার কর্ম হতো তাহলে ‘বেরুটিসিকুমের’ সঙ্গে ব্যবহৃত ‘বা’ অব্যয়ের কারণে তা ‘আরজুলাকুম’ না হয়ে ‘আরজুলিকুম’ হতো।
৭২৫-ক। ৬১০-৬১২ টাকা দেখুন।

৭২৬। এ কথাগুলো আহলে-কিতাবের উদ্দেশ্যে নয়, বরং মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। মুসলমানদের সাথে কোন ‘বিশেষ’ চুক্তি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে করা হয়েছে বলে জানা নেই। অতএব ‘চুক্তি’ বলতে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণের সময় প্রত্যেক মুসলমান যে আনুগত্যের অঙ্গীকার করে তা-ই বুঝাতে পারে অথবা কুরআনের মাধ্যমে অবতীর্ণ ইসলামী শরীয়তকে বুঝাতে পারে যা প্রত্যেক মুসলমানই গ্রহণ করে।

يَا يَهُا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ رَأَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَإِغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَآيْدِيْكُمْ رَأَيْتُمْ الْمَرَافِقَ وَامْسَحُوا إِرْدِرْ وَسَكْمَةَ الْأَجْلَكَ كُمْرَلَ الْكَعْبَيْنِ وَرَانَ كُنْتُمْ جُنْبَلَفَاطَّهَرَوَاهَ وَرَانَ كُنْتُمْ مَرْضَى آوَ عَلَ سَفَرٍ آوَ جَاءَ أَحَدَ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ آوَ لَمْسَتُمُ الرِّسَاءَ فَلَمَ تَجِدُوا أَمَاءً فَتَيَمَّمُوا أَصْعَيْنَدَ اطْبِبَنَا فَامْسَحُوا بِمُوجَوْهَكُمْ وَآيْدِيْكُمْ قِنْهَ دَمَأِيْرِيْدَ اَللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْهِكُمْ قِنْ حَرَّاجَ وَلِكِنْ يُرِيدُ لِيَطَهَرَكُمْ وَلِيَتِمَّ بِعْمَتَهَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ^⑥

كَذَّكُرُوا نِعْمَةَ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِثْنَاقَهُ اَلَّذِي دَأْنَقَكُمْ بِهِ رَأَدْ قَلْمَسْ سَوْعَنَاهُ اَطْغَنَاهُ اَتَّقُوا اللَّهَ دَرَانَ اللَّهَ عَلِيهِمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ^⑦

يَا يَهُا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ يَلِيْ شَهَدَاءِ بِالْقِسْطِرِ وَلَا يَجْزِي مَنْكُمْ

প্ররোচিত না করে। তোমরা সদা ন্যায়বিচার করো। এ (কাজটি) তাকওয়ার সবচেয়ে নিকটে। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ পুরোপুরি অবহিত।

১০। যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে ^كআল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (যে) তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও এক মহা পুরস্কার।

১১। আর ^كযারা অস্বীকার করেছে এবং আমাদের নির্দর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছে তারাই (হলো) জাহানামের অধিবাসী।

১২। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর সেই নেয়ামতকে স্মরণ কর যখন এক জাতি তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের (যুলুমের) হাত উঠাতে উদ্যত হয়েছিল তখন ^كতিনি তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের হাত রুখে দিয়েছিলেন^{١٢٧}।
২
৬ আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। আর আল্লাহর ওপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।

★ ১৩। আর অবশ্যই ^كআল্লাহ বনী ইসরাইলের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। আর ^كআমরা তাদের মাঝ থেকে বার জন নেতা^{١٢٧-ক} নিযুক্ত করেছিলাম এবং আল্লাহ (তাদেরকে) বলেছিলেন, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি। তোমরা যদি নামায কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রসূলদের প্রতি ঈমান আন ও তাদের সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঝণ দাও তাহলে নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের দোষক্রতি দূর করে দিব এবং তোমাদেরকে এমন সব ^كজান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। কিন্তু তোমাদের মাঝ থেকে ^كযে-ই এরপরও অস্বীকার করে সে অবশ্যই সোজা পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যায়।’

شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ آَلَّا تَعْدُلُوا، إِغْدُلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، وَاتَّقُوا اللَّهَ طَرَانَ
اللَّهُ خَيْرٌ، مَا تَعْمَلُونَ^①

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا
الصَّلِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَآجَرٌ عَظِيمٌ^②

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِاِنْتِنَا
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَهَنَّمِ^③

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا ذُكْرُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا
رَأْيِكُمْ أَيْدِيْهُمْ فَكَفَ آيْدِيْهُمْ
عَنْكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ^④

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَالَ بَرْيَةٍ
إِشْرَاءِ بَلَّ، وَبَعْثَنَا مِنْهُمْ أَثْنَيْ عَشَرَ
نَقِيبًا دَوْقَالَ اللَّهُ رَأَيْ مَعْكُمْ، لَئِنْ
أَقْمَتُمُ الصَّلَاةَ وَأَتَيْتُمُ الرَّزْكَةَ وَ
أَمْنَتُمُ يَرْسُلِيَ وَعَزَّزْتُمُ هُمْ وَ
أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
لَا كَفَرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّانُكُمْ وَلَا دُخْلَنَّكُمْ
جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا نَهَرٌ، فَمَنْ
كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءً
السَّيِّئِينَ^⑤

দেখুন : ক. ২৪:৫৬; ৪৮:৩০; খ. ৫৪:৭; ৬:৫০; ৭:৩৭, ৪১; ২২:৫৮; গ. ৫:১১১; ঘ. ২৪:১, ৮৪; ঙ. ২৪:১১; ৭:১৬১; চ. ২৪:২৬; ছ. ২৪:১৬৯।

৭২৭। এ আয়াতটি কোনও বিশেষ ঘটনার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া আবশ্যক নয়। শাক্তর অত্যাচারমূলক আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র থেকে মুসলমানদেরকে স্বাভাবিকভাবে ও সাধারণভাবে আল্লাহ তাআলা যে নিরাপত্তা দান করেছেন, এখানে একে তাঁর অনুগ্রহ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ‘এক জাতি’ বলতে প্রাথমিকভাবে মক্কার সেই কাফিরদেরকে বুঝিয়েছে, যারা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার কোন চেষ্টা বাকী রাখেন।

৭২৭-ক। ★সম্ভবত কোন একক শব্দ দিয়ে আরবী ‘নাকীর’ শব্দটির সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করা যায় না। এ দিয়ে কেবল ‘নেতা’ বুঝায় না বরং এ দিয়ে এমন ঘোষণাকারীকেও বুঝায়, যে কোন সার্বভৌম বা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ঘোষণা পড়ে শুনানোর অধিকার

★ ১৪। অতএব তাদের নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরজন আমরা তাদেরকে অভিশপ্ত করেছিলাম এবং তাদের হন্দয়কে কঠিন করে দিয়েছিলাম। তারা (কিতাবের) কথাকে এর নির্ধারিত স্থান থেকে সরিয়ে দিত এবং যে বিষয়ে তাদের উপদেশ দেয়া হয়েছিল এর এক অংশ তারা ভুলে বসেছে। আর তুমি তাদের অল্প ক'জন ছাড়া তাদের (সবারই) কোন না কোন বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে সবসময় অবহিত হতে থাকবে। সুতরাং তুমি তাদের মার্জনা কর এবং উপেক্ষা করে চল^{৭২৭-৮}। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন।

★ ১৫। আর যারা বলে, ‘আমরা খৃষ্টান’, আমরা তাদের কাছ থেকেও দৃঢ় অঙ্গীকার^{৭২৭-৯} নিয়েছিলাম। কিন্তু যে বিষয়ে তাদের উপদেশ দেয়া হয়েছিল এর এক অংশ তারা ভুলে বসেছে। সুতরাং আমরা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাদের মাঝে পারস্পরিক শক্রতা ও বিদ্যে অবধারিত করে দিয়েছি। আর তারা যেসব (কলকারখানা) বানাতো এর (মন্দ পরিণতি) সম্পর্কে আল্লাহ অবশ্যই তাদের অবহিত করবেন।

১৬। হে আহলে কিতাব! তোমাদের কাছে নিশ্চয় আমাদের রসূল এসেছে। তোমরা (নিজেদের) কিতাবের মাঝে থেকে যাই গোপন করছিলে সে এর অনেক বিষয় তোমাদের কাছে পরিষ্কার করে বর্ণনা করছে এবং অনেক কিছু উপেক্ষা করছে। নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে এক নূর^{৭২৭-৯} এবং উজ্জ্বল কিতাবও।

১৭। এর মাধ্যমে আল্লাহ সেইসব লোককে শান্তির পথে পরিচালিত করেন, যারা তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলে। আর তিনি নিজ আদেশে তাদেরকে আঁধার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং সরলসুদৃঢ় পথে তাদের পরিচালিত করেন।

দেখুন : ক. ২৪২৫৮; ১৪৪২; ৩৩৪৪; ৫৭১০; ৬৫৪১২।

রাখে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে): কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৭২৭-৮। ★ [এখানে ‘উপেক্ষা করে চল’ বলতে ধৈর্যধারণের এবং অন্যদের দোষকৃতি সদয়ভাবে এড়িয়ে চলার কথা বলা হয়েছে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে): কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৭২৭-৯। ★ [আরবী ‘আগবায়ন’ শব্দটির মূল অর্থ হলো, একটি বস্তুকে অন্য একটি বস্তুর সাথে এমনভাবে এটে দেয়া যাতে একটি অন্যটির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়। সুতরাং ‘আমরা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাদের মাঝে পারস্পরিক শক্রতা ও বিদ্যে অবধারিত করে দিয়েছি’ অনুবাদটি আমরা গ্রহণ করেছি। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে): কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]]

৭২৭-১। ‘নূর’ অর্থ এখানে হ্যরত মুহাম্মদের রসূলুল্লাহ (সা): (৩৩:৪৬,৪৭)।

فِيمَا نَقْضُهُمْ مِّيئَاتَ قَهْمٍ لَعَنْهُمْ وَ
جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَّةً ۚ يُحَرِّفُونَ
الْكَلِمَةَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۖ وَنَسُوا حَظَّاً مِّمَّا
ذُكِرَدِيهِ ۖ وَلَا تَزَالُ تَطْبِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ
مِّنْهُمْ ۖ لَا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاغْفِرْ عَنْهُمْ
وَاصْفَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ^(১)

وَمِنَ الَّذِينَ قَاتَلُوا إِثْمًا نَصَرَىٰ أَخْذَ نَارًا
مِّيئَاتَ قَهْمٍ فَنَسُوا حَظَّاً مِّمَّا ذُكِرَدِيهِ
إِنَّمَا قَاعِدَنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ ۖ
الْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۖ وَسُوفَ
يُعَذَّبُنَّهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ^(২)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفِونَ
مِنَ الْعِلْمِ ۖ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۖ قَدْ
جَاءَكُمْ كَمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ ۖ وَكِتْبٌ مُّبِينٌ^(৩)

يَهْدِي بِمِوَالِلِهِ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ
سُبْلَ السَّلِيمِ ۖ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ
الظُّلْمِ ۖ إِلَى النُّورِ ۖ يَأْذِنَهُ وَيَهْدِيْهُمْ
إِلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيمٍ^(৪)

১৮। ^كতারা অবশ্যই কুফরী করেছে যারা বলে, ‘নিশ্চয় মরিয়মের পুত্র মসীহই হলো আল্লাহ’। তুমি বল, ‘মরিয়মের পুত্র মসীহ^{৭২৮} ও তার মা’কে এবং যা কিছু জগতে আছে এর সব কিছু আল্লাহ ধ্বংস করতে চাইলে তাঁর বিরুদ্ধে (কিছু করার) কার কী ক্ষমতা আছে?’ আর ^ثআকাশসমূহে ও পৃথিবীতে এবং এ দু’য়ের মাঝে যা আছে সব কিছুর ওপর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। আর আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৯। আর ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, ^ج‘আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয় পাত্র।’ তুমি বল, ‘তাহলে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদের আয়াব দেন?’ আসলে তোমরা তাঁর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত মানুষ মাত্র। ^ثতিনি যাকে চান ক্ষমা করেন এবং যাকে চান আয়াব দেন। আর আকাশসমূহের ও পৃথিবীর এবং এ দু’য়ের মাঝে যা-ই আছে (এদের ওপর) আধিপত্য আল্লাহরই। আর তাঁরই দিকে (সবাইকে) ফিরে যেতে হবে।

২০। হে আহলে কিতাব! রসূলদের (আগমন ধারায়) এক দীর্ঘ বিরতির পর নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আমাদের সেই রসূল এসেছে, যে ^ثতোমাদের কাছে (গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে যাতে তোমরা বলতে না পার, ‘আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা এবং কোন সতর্ককারী আসেনি’^{৭২৯}। অতএব তোমাদের কাছে অবশ্যই সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী এসে গেছে। আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

[৮]
৯

★ ২১। আর (স্মরণ কর) মূসা যখন তার জাতিকে বলেছিল, ‘হে আমার জাতি! তোমাদের প্রতি ^ثআল্লাহর সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর, তিনি যখন তোমাদের মাঝে নবীদের নিযুক্ত করেছিলেন, তোমাদের রাজা^{১০০} বানিয়েছিলেন এবং তোমাদেরকে তা দিয়েছিলেন যা তিনি (সমকালীন) বিশ্বজগতের কাউকেও দেননি।

দেখুন : ক. ৫৪:৭৩, ৭৪; খ. ৩:১৯০; গ. ৬:২৪:৭; ঘ. ২:২৮:৫; ৩:১৩০; ৫:৪:১; ঙ. ৫:১৬; চ. ১:৭; ৪:৭০; ১৯:৫৯।

৭২৮। এখানে অত্যন্ত কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে এবং ‘ঈসা আল্লাহর পুত্র’, এ জবল্য বিশ্বাসকে কঠোর ভাষায় ঘৃণা ও তিরঙ্কার করা হয়েছে। ১৯:৮৯-৯২ আয়াতগুলোতেও এ বিশ্বাসকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে।

৭২৯। ঈসা (আঃ) ও মহানবী (সাঃ) এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন দেশে নবী এসেছিলেন বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না, আহলে-কিতাবদের মধ্যেতো নয়ই। তবে বিশ্ব তখন সর্বশেষ পরিত্রাণকারী মহাপুরুষের আগমনের অপেক্ষায় ছিল এবং প্রস্তুতি ও নিছিল। অবশ্য কিছু কিছু

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، قُلْ فَمَنْ
يَمْلِكُ مِنَ النَّاسِ شَيْئًا لَا أَرَادَ أَنْ يُمْلِكَ
الْمَسِيحَةَ إِنَّ مَرْيَمَ وَأُمَّهَةً وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا، وَإِنَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ،
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^⑯

وَقَاتَتِ الْيَمْهُودُ وَالنَّصَارَى تَحْمِلُونَ
اللَّهَ وَأَحِبَّاؤُهُ، قُلْ فِيمَ يَعْذِبُكُمْ
يَدُ نُؤْكِمْ، بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّنْ
خَلْقٍ، يَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ
مَنْ يَشَاءُ، وَإِنَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَإِلَيْهِ
الْمَصِيرُ^⑯

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ
أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ
وَلَا تَذَرِّرُونَ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَ
نَذِيرٌ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^⑯

وَرَأَدْ قَالَ مُؤْسِي لِقَوْمِهِ يَقُولُمْ إِذْ كُرُوا
نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ
آتِيَّيْأَ وَجَعَلَ كُمْ مُلُوكًا وَآتَيْكُمْ مَا
لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْخَلْقِينَ^⑯

২২। হে আমার জাতি! সেই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর য আল্লাহ্ তোমাদের জন্য অবধারিত^{১০১} করেছেন এবং পশ্চাদপসরণ করো না। অন্যথা তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরবে।’

২৩। তারা বললো, ‘হে মুসা! নিশ্চয় সেখানে এক দুর্ধর্ষ জাতি রয়েছে^{১০২} এবং সেখান থেকে তাদের বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা কখনো সেখানে প্রবেশ করবো না। তবে তারা সেখান থেকে বের হয়ে গেলে আমরা অবশ্যই (সেখানে) প্রবেশ করবো^{১০৩}।

২৪। যারা (আল্লাহকে) ভয় করতো তাদের মাঝ থেকে আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত দু'ব্যক্তি^{১০৪} বললো, ‘তোমরা তাদেরকে (আক্রমণ করে) সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। তোমরা যখন এতে প্রবেশ করবে তখন তোমরা অবশ্যই বিজয়ী হবে। আর তোমরা মু'মিন হয়ে থাকলে ‘আল্লাহ্ ওপরই ভরসা কর।’

দেখুন : ক. ৩৪:১৬১; ৫:১২; ৯:৫১।

সন্দেহযুক্ত বিবৃতি এমন পাওয়া যায় (কল্বী), যাতে ঈসা (আঃ) এর অব্যবহিত পরে নবীরা এসেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে, যদের মধ্যে একজনের নাম খালিদ-বিন্ সালাম বলা হয়েছে। কিন্তু মহানবী (সাঃ) স্বয়ং বলেছেন, তাঁর (সাঃ) ও ঈসা (আঃ) এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন নবী আসেননি (বুখারী)।

৭৩০। ‘ফীকুম’ না বলে কেবল ‘কুম’ শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ্ তাআলা বুঝাতে চেয়েছেন, কোন জাতি বা গোত্রের মধ্যে যদি রাজা থাকে তাহলে সে জাতির সকলেই শাসন কার্যের মর্যাদার কিছুটা স্বাদ নানাভাবে উপভোগ করার সুযোগ পায়। সে জাতির সাধারণ জনগণ আংশিকভাবে হলেও প্রভৃতি ও স্বাধীনতা ভোগ করে। কিন্তু নবুওয়তের ক্ষেত্রে এ অংশীদারিত্ব থাটে না, আংশিকভাবেও না।

৭৩১। ‘তোমাদের জন্য অবধারিত করেছেন’ কথাটির মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার এ প্রচলন প্রতিশ্রূতি রয়েছে যে ইস্রাইলীরা যদি সাহসিকতার সাথে পবিত্র নগরে প্রবেশ করে তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে বিজয় দান করবেন।

৭৩২। এতে বুঝা যায় ইসরাইলীদের কাছে সে জাতির ঘটনা বিবরণী জানা ছিল। আমালেকীয় ও অন্যান্য দুর্ধর্ষ আরব গোত্রগুলো সে সময়ে পবিত্র ভূমির অধিবাসী ছিল। ইসরাইলীরা তাদেরকে ভীষণ ভয় করতো।

৭৩৩। মূসা (আঃ) এর সহচরবৃন্দের উদ্দত্যপূর্ণ ও ভীতি-মিশ্রিত এ আচরণের সাথে নবী করীম (সাঃ) এর সাহাবাগণের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত, অবিশ্বাস্য আত্মবলিদানের স্পৃহার তুলনা করুন। তাঁরা নবী করীম (সাঃ) এর সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র মৃত্যুর করাল ধাসে ঝাঁপিয়ে পড়তে একটুও দিখা করতেন না, বরং সর্বদা মনে-প্রাণে প্রস্তুত থাকতেন। যখন বদর প্রাস্তরে মহানবী (সাঃ) অল্লাসংখ্যক প্রায় নিরন্তর সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে মকার বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ, অঙ্গে-শঙ্গে সুসজ্জিত, ঝালু-যোদ্ধাদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শ চাইলেন তখন একজন সাহাবী (সহচর) দাঁড়িয়ে অতি বিনয়ের সাথে রসূলে করীম (সাঃ) কে সম্মোধনপূর্বক এ অবিশ্বাসীয় কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন, “হে রসূলাল্লাহ! মূসা (আঃ) কে তাঁর জাতি বলেছিল, ‘যাও তুমি ও তোমার প্রভু-প্রতিপালক দু'জনে মিলে যুদ্ধ কর, নিশ্চয় আমরা এখনেই বসে থাকলাম।’ কিন্তু আমরা এরূপ কথা আপনাকে বলবো না এবং হে রসূলাল্লাহ! আমরা আপনার চিরসঙ্গী, আপনি যেখানে যাবেন আমরাও সেখানেই যাব। আমরা শক্তদের সাথে আপনার ডানে লড়বো, আপনার বামে লড়বো, আপনার সামনে লড়বো, আপনার পিছনে লড়বো এবং আমরা বিশ্বাস রাখি আপনি আমাদের কাছ থেকে এমন কিছু দেখতে পাবেন, যা আপনার চোখকে ত্ত্বষ্ট করবে” (বুখারী)।

৭৩৪। দু'ব্যক্তি বলতে মনে করা হয় তারা নূনের পুত্র যশুয়া এবং যোফেন্নার পুত্র নূন (গণনা-১৪:১৬)। কিন্তু পূর্বাপর প্রসঙ্গ থেকে এটা বুঝা যায় যে মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ)ই দু'জন লোক। ‘রাজুল’ শব্দটি দ্বারা পৌরষদীগু সাহসী মানুষ বুঝায়। এ দু'জন পুরুষ যে মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) ছিলেন তা সেই কথাগুলো থেকেও বুঝা যায়, যা মূসা (আঃ) পরবর্তী ২৬ আয়াতে দোয়ার মধ্যে আল্লাহকে বলেছিলেন (৫:২৬)। আল্লাহ্ তাআলা এ দু'জনের নাম না নিয়ে তাদেরকে কেবল দু'জন বীর পুরুষ বলে উল্লেখ করে তাঁদের পৌরুষ

يَقُولُوا اذْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ
اِنَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُو عَلَى
آذَبَارِكُمْ فَتَنَقِلُبُوا خِسْرِ بَنَ

قَالُوا يَمْوَسِي إِنَّ فِيهَا قَوْمًا
جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَذْخَلَهَا حَتَّى
يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا
دَاخِلُونَ

قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْزَيْنَ يَعْلَمُ فُونَ آنَعَمَ
اِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمَا اذْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ
فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِيلُونَ وَعَلَى
اِنَّ اللَّهَ فَتَوَكَّلْنَا كَمْ نُمُؤْمِنُ

২৫। তারা বললো, ‘হে মূসা! যতক্ষণ তারা সেখানে আছে আমরা কখনো এ (জনপদে) প্রবেশ করবো না। সুতরাং তুমি ও তোমার প্রভু-প্রতিপালক দু’জনে গিয়ে যুদ্ধ কর। আমরা এখানেই বসে থাকবো।’

২৬। সে বললো, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি আমার নিজের ও আমার ভাই ছাড়া কারো ওপরই কর্তৃত রাখি না। সুতরাং তুমি আমাদের ও দুর্কর্মপরায়ণ লোকদের মাঝে মীমাংসা করে দাও।’

৮
[৭]
৮

২৭। তিনি বললেন, ‘নিশ্চয় তাদের জন্য এ (পবিত্র ভূমি) চল্লিশ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো। তারা পৃথিবীতে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াবে^{৭০}। সুতরাং তুমি দুর্কর্মকারী লোকদের জন্য আঙ্গেপ করো না।’

২৮। আর তুমি তাদের কাছে আদমের দুই পুত্রের^{৭১} ঘটনা সঠিকভাবে বর্ণনা কর। তারা উভয়ে যখন এক কুরবানী দিয়েছিল তখন তাদের একজনের কাছ থেকে (তা) গ্রহণ করা হয়েছিল এবং অন্যজনের কাছ থেকে (তা) গ্রহণ করা হয়নি। এতে সে বললো, ‘আমি নিশ্চয় তোমাকে হত্যা করবো।’ সে বললো, ‘কেবল মুত্তাকীদের কাছ থেকেই আল্লাহ (কুরবানী) গ্রহণ করে থাকেন।

২৯। তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার দিকে তোমার হাত বাড়ালেও আমি কিন্তু তোমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তোমার দিকে আমার হাত বাড়াতে যাচ্ছি না। নিশ্চয় আমি বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।

দেখুন : ক. ২৪৮৬।

ও সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন এবং অন্যান্য ইস্রাইলীদের ভীরুতাকে নিন্দা করেছেন।
৭৩৫। ইস্রাইলীদের ভীরুতা এবং তাদের নবীর প্রতি তাদের অশুদ্ধাপূর্ণ আচরণের জন্য আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুত ভূমিতে তাদের প্রবেশকে চল্লিশ বছর পিছিয়ে দিলেন। তাদেরকে চল্লিশ বছর ধরে মর্মভূমিতে যায়াবরের জীবন যাপন করতে হলো। অবশ্য এ যায়াবর জীবন-যাপনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে নতুন জীবনের প্রেরণাও সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি তাদের কর্ম-বিশুদ্ধতা, আলস্য ও ভীরুতার মনোবৃত্তি দূর করে তাদের মাঝে কর্মসূহা, প্রতিরোধ শক্তি ও অন্যান্য নৈতিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়েছিলেন, যার ফলে তাদের অব্যবহিত পরবর্তী বৎশ শৌর্য, বীর্য ও সাহসিকতার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ‘প্রতিশ্রুত ভূমি’ জয় করতে সক্ষম হয়।

৭৩৬। ‘আবনায়-আদম’ (দু’জন আদম-পুত্র) রূপকভাবে যে কোনও দু’জন মানুষকে বুঝাতে পারে। এ ছোট গল্পটি বনী ইস্রাইলের প্রতি বনী ইস্রাইলের শক্র-ভাবাপন্ন সীর্যাপূর্ণ মনোভঙ্গীর উদাহরণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তার কারণ নবুওয়ত তাদের বৎশ থেকে সরে গিয়ে ইস্রাইলের বৎশে হ্যরত নবী করীম (সাঃ) এর ব্যক্তি-সত্তায় স্থান লাভ করেছে।

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَذْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَّا قَاعِدُونَ ⑦

قَالَ رَبِّي لَيْسَ لِأَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَآخِي فَأُرْثُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ ⑧

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَذْعَيْنَ سَنَةً يَتَيَّمِّمُونَ فِي أَرْضِ فَلَاتَّاسَ عَلَى الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ ⑨

وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأًا أَبْنَى أَدَمَ بِالْحَقِّ رَدْبُعْ قَرَبَا قُرْبًا فَتُقْتَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ وَلَمْ يُتَقْبَلْ مِنَ الْأَخْرِ قَالَ لَهُمْ قَتْلَنَاكُمْ قَاتِلَنَاكُمْ مِنَ الْمُتَّقِينَ ⑩

لَئِنْ بَسْطَتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا آتَيْتَ بِسْطَيْدِي إِلَيْكَ لَا قَتْلَكَ إِلَيْيَ آخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَلَمِينَ ⑪

৩০। আমি চাই^{١٣٧} তুমি যেন আমার পাপ^{١٣٨} এবং তোমার পাপ বহন করে (আল্লাহর কাছে) ফিরে যাও। এতে করে তুমি আগনের অধিবাসী হয়ে যাবে। আর এটাই যালিমদের প্রতিফল।'

৩১। অতএব তার প্রত্নি তার ভাইকে হত্যা করতে তাকে প্ররোচিত করলো। তাই সে তাকে হত্যা করলো। পরিণামে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

৩২। তখন আল্লাহ (এমন) একটি কাক পাঠালেন যা মাটি খুড়তে লাগলো^{١٣٩}। এর মাধ্যমে তিনি তাকে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন কিভাবে সে তার ভাইয়ের লাশ ঢাকবে। সে বললো, ‘হয় আমার কপাল! আমি কি আমার ভাইয়ের লাশ ঢেকে দিতে এতই অক্ষম যে এ কাকের মতও হতে পারলাম না’। তখন সে অনুত্পন্নদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

৩৩। এ কারণে আমরা বনী ইসরাইলের জন্য এ (বিধান) জারী করেছিলাম, (হত্যার বদলা) ছাড়া অথবা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির (অপরাধ) ছাড়া কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে তাহলে সে যেন গোটা মানবজাতিকে হত্যা করলো। আর যে তাকে জীবিত রাখলো সে যেন^{١٤٠} গোটা মানবজাতিকেই জীবিত করে দিল। আর [‘]আদের রসূলরা অবশ্যই তাদের কাছে সুস্পষ্ট নির্দর্শনাবলীসহ এসেছিল। এরপরও তাদের অনেকেই নিশ্চয় পৃথিবীময় বাড়াবাড়ি করে চলেছে।

দেখুন : ক. ৭১০২; ৯৮০; ১৪১০; ৪০২৩।

৭৩৭। ‘উরিদু’ (আমি চাই) ‘রা-দা’ থেকে উৎপন্ন। এ শব্দটি অনেক সময় প্রকৃত ইচ্ছার প্রকাশ না বুঝিয়ে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে ঘটিতব্য বিষয়ের অবতারণাকে বুঝায় (১৪:৭৮)। হাবিল ইচ্ছা করেছিলেন তার ভাই কাবীল দোষখে নিষ্ক্রিয় হোক-এ আয়াতের অর্থ এটা নয়। অবস্থা লক্ষ্য করে তিনি বুঝে গিয়েছিলেন, তার অহিংস মনোভাব ও শাস্তিপূর্ণ অবস্থান তার ভাই কাবীলকে উত্তেজিত করবে এবং এর পরিণতিতে সে তার হিত্তুর জন্য দোষখে যাবে।

৭৩৮। ‘ইস্মী’ অর্থ ‘আমার প্রতি অত্যাচার করা পাপ’। ভাবী-হত্যার শিকার হাবিল, কাবীলের ভাত্ত্বাত্যার বাসনার কুফল কী হবে তা বর্ণনা করেছেন।

৭৩৯। দাঁড়কাকের ঘটনা সত্যি ঘটেছিল কিনা অথবা এটি একটি উপদেশপূর্ণ গল্প মাত্র কিনা এ নিয়ে তফসীরকারদের মাঝে মতভেদ আছে। এটা একেবারে অসম্ভবও নয় যে এরূপ বাস্তবিকই ঘটেছিল। পাখিদের আচরণ ও অভ্যাস পড়ার দরজন এ ধরনের বহু তথ্য আবিষ্কৃতও হয়েছে (আদিপুস্তক-৪১-১৫ এবং ‘দি জেরুয়ালেম তরঙ্গ’ দেখুন)।

৭৪০। এ আয়াতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, আদম (আঃ) এর দু’পুত্রের ঘটনার মত একটি ঘটনা ভবিষ্যতেও ঘটবার উপক্রম হবে। তবে পরবর্তী ঘটনা পূর্ববর্তী ঘটনার চাইতে বহুগুণ তাৎপর্যপূর্ণ হবে। ইসরাইলীদের ভাত্ত্বাত্যে একজন নবী আসার কথা তাদের ধর্মগ্রন্থে আছে। এ সত্যটি ইসরাইলীদের সহ্য হবার কথা নয়। তারা ঈর্ষাবশত তাঁর রক্ত ঝাঁঝাবে, যেমন কাবীল তার ভাতা হাবিলের রক্ত ঝাঁঝাবে। কিন্তু নবীতো সাধারণ মানুষ নন। বিশ্ব-সংস্কারের জন্য তাঁর আগমন নির্ধারিত ছিল যার মাধ্যমে ভবিষ্যতের বিশ্ব-মানবের জন্য চিরস্থায়ী বিধি-বিধান আসা অবধারিত ছিল এবং যার উপর মানবের ভবিষ্যৎ ভাগ্য জড়িত থাকার কথা ও লিপিবদ্ধ ছিল। কাজেই তাঁকে হত্যা করার অর্থ দাঁড়াতো বিশ্বের সকল মানুষকে যেন হত্যা করা এবং তাঁকে হেফায়ত করার অর্থ দাঁড়াতো বিশ্বের সমগ্র মানবজাতিকে হেফায়ত করা।

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْوَءَ أَبِي ثِينِي وَلَاثِمَكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزْءٌ الْقَلِيمِينَ^⑤

فَطَوَّعَ عَثَلَةً نَفْسَهُ قَتَلَ أَخِيهَ فَقَتَلَهُ فَأَضَبَّهَ مِنَ الْخَسِيرِينَ^⑥

فَبَعَثَ اللَّهُ عَرَابًا يَمْهَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيهَ كَيْفَ يُوَارِي سَوَاءً أَخِيهِ قَالَ يُوَيْلَكَيْ أَعَجَّزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْعَرَابِ فَأَوَارِي سَوَاءً أَخِيهِ فَأَضَبَّهَ مِنَ الشَّدِيمِينَ^⑦

مِنْ أَجْلِي ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ تَبْوَءَ مِنْ قَاتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِهِ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَاتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَا هَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَ ثُمَّ دُسْلُنَا بِالْبَيْتِ شَمَّرَ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُشَرِّفُونَ^⑧

৩৪। ক্ষয়ারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালায়, নিশ্চয় তাদের সমুচিত শাস্তি হলো নৃশংসভাবে তাদেরকে হত্যা করা বা ক্রুশে দিয়ে মারা অথবা তাদের হাত-গা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা কিংবা তাদেরকে নির্বাসিত করা^{৭৪১}। এটা হলো তাদের জন্য ইহকালের লাঞ্ছনা এবং পরকালেও রয়েছে তাদের জন্য এক মহা আয়ার।

৩৫। কিন্তু যারা ^ঝতোমাদের কাবুতে আসার আগেই তওবা ^৫ করে ফেলে তাদের কথা ভিন্ন। অতএব জেনে রাখ নিশ্চয় ^৯ আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী^{৭৪২}।

৩৬। হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, ^ঝতাঁর নৈকট্য লাভের উপায়^{৭৪৩} অর্থেষণ কর এবং ^ঝতাঁর পথে সংগ্রাম কর যাতে তোমরা সফল হও।

إِنَّمَا جَزْءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصْلَبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خَرْيَّ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ^{৩৩}

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرُرُوا عَلَيْهِمْ فَاغْلَمُوهَا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ^{৩৪}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِنَّمَّا تُقْوَى اللَّهُ وَابْتَغُوا لِأَنِّي وَالْوَسِيلَةُ وَجَاهَ هُدُوْفِي سِيَّنِي لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ^{৩৫}

দেখুন : ক. ৯৪১০৭; খ. ৪৪১৮; গ. ১৭৪৫৮; ঘ. ৯৪৪১; ২২৪৭৯।

৭৪১। রাষ্ট্রের বা সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের প্রয়োজনে বিপজ্জনক সর্বনাশা দুষ্কৃতকারীকে কঠোরতম শাস্তি প্রদানে ইসলাম ইতস্তত করে না। স্বপ্নবিলাসীদের আবেগ-উচ্ছাস ইত্যাদির তোয়াক্তা না করে যুক্তি ও বিচারের মাপকাঠি অনুসরণ করে ইসলাম রাষ্ট্রের বা জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধকারীর শাস্তি নির্ধারণ করে। এখানে চার প্রকার শাস্তির উল্লেখ হয়েছে। কোন স্থলে কোন শাস্তি প্রযোজ্য হবে, তা অবস্থা বিচার-বিশেষণে স্থির হবে। শাস্তি-যোগ্য ও বাস্তবায়ন সরকারের দায়িত্ব, কোন ব্যক্তি বিশেষের দায়িত্ব নয়। ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) মতে, ‘নির্বিসিত করা’ এর তাৎপর্য হলো কারাদণ্ড।

৭৪২। এ আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াতে সাধারণ চোর-ডাকাতের কথা বলা হয়নি। বরং বিদ্রোহী, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী যারা মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এ ধরনের তৎপরতা চালায় তাদের জন্য প্রযোজ্য। ‘যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে’ বাক্যংশটি উপরোক্ত অর্থ সমর্থন করে। এ অর্থই যে ঠিক তা এ কথা থেকেও বুবা যায় যে অপরাধীরা অনুশোচনা করলে তাদেরকে ক্ষমা ও করা যেতে পারে। কিন্তু যারা ব্যক্তির বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জঘন্য ও হিংসাত্মক অপরাধ করে, স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্র তাদেরকে ক্ষমা করতে পারে না, তারা অনুশোচনা করলেও না। আইন-সম্মত শাস্তি তাকে পেতেই হবে। অবশ্য অনুশোচনা আল্লাহর ক্ষমা আকর্ষণ করে। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিধিবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ। অবশ্য রাজনৈতিক অপরাধীদেরকে অনুশোচনা ও ভবিষ্যতে কোন ধরনের রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ না করার অঙ্গীকার সাপেক্ষে ক্ষমা করা যেতে পারে।

৭৪৩। ‘ওয়াসিলা’র অর্থ কোন কিছুতে পৌঁছাবার উপায়, বাদশাহের কাছে মর্যাদাসম্পন্ন পদ, উপাধি, একাত্মতা, নৈকট্য, সংযোগ বা বন্ধন (লেইন)। শব্দটির অর্থ ‘আল্লাহ্ ও মানবের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী’ নয়। কারণ আরবী ভাষা ব্যবহারিক দিক হতে এ অর্থ মোটেই সমর্থন করে না। তাহাড়া ‘মধ্যস্থতাকারী আল্লাহ্ ও মানবের মধ্যে’ এ ধারণাটাই কুরআনের শিক্ষার বিপরীত এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর হাদীসের পরিপন্থী। আয়ান দেয়ার পর সাধারণত যে দোয়া পাঠ করা হয় এতে আছে ‘হে আল্লাহ্, মুহাম্মদ (সাঃ) কে উসিলা দান কর’। এর অর্থ আল্লাহ্ তাআলা যেন নবী করীম (সাঃ) কে বেশি বেশি নৈকট্য ক্রমাগতভাবে দান করতে থাকেন। এর অর্থ কখনো এরূপ হতে পারে না যে আল্লাহ্ যেন তাঁর ও মুহাম্মদ (সাঃ) এর মধ্যে একজন মধ্যস্থতাকারী দান করেন।

୩୭ । ଯାରା ଅସ୍ଵିକାର କରେଛେ ପୃଥିବୀତେ ଯା-ଇ ଆହେ ଏଇ ସବଟାଇ ସଦି ତାଦେର ହତୋ ଏବଂ ଏ ଛାଡ଼ାଓ ଅନୁରପ ଆରୋ (ଧନସମ୍ପଦ) ଥାକତୋ ତାରା ତା କିଯାମତ ଦିବସେର ଆୟାବ ଥେକେ ରକ୍ଷା ପାଓଯାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିନିମିଯ ହିସେବେ ଦିତେ ଚାଇଲେଓ ତାଦେର କାହିଁ ଥେକେ କଥନୋ ତା ଗ୍ରହଣ କରା ହତୋ ନା । ଆର ତାଦେର ଜନ୍ୟ ରଯେଛେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଆୟାବ ।

୩୮ । ତାରା ଆଗୁନ ଥେକେ ବେର ହତେ ଚାଇବେ । କିନ୍ତୁ ତାରା ତା ଥେକେ କଥନୋ ବେର ହତେ ପାରବେ ନା । ଆର ତାଦେର ଜନ୍ୟ ରଯେଛେ ଏକ ଦୀଘଶ୍ଵାୟ ଆୟାବ ।

୩୯ । ଆର ପୁରୁଷ-ଚୋର ଓ ନାରୀ-ଚୋର ଉଭୟେର କ୍ଷେତ୍ରେ ତୋମରା ତାଦେର କୃତକର୍ମେର ପ୍ରତିଫଳରୂପେ ତାଦେର ହାତ କେଟେ ଦାଓ । (ଏଟା) ଆଲ୍ଲାହର ପକ୍ଷ ଥେକେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଶାସ୍ତି^{୭୪୪} । ଆର ଆଲ୍ଲାହ୍ ମହା ପରାକ୍ରମଶାଲୀ (ଓ) ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞାମଯ ।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَنَّ لَهُمْ مَا فِي
أُلْزَاضِ جَمِيعًا وَ مِثْلَهُ مَعَهُ
لِيَفْتَدِوا بِهِ مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
مَاتُنْفِئُلُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ^୧

يُرِيدُونَ أَن يَغْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَ مَا
هُمْ بِخَارِجٍ مِنْهَا وَ لَهُمْ عَذَابٌ
مُّقِيمٌ^୨

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوهَا
أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبُوا نَكَالاً مِنْ
اللَّهِ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^୩

ଦେଖୁନ : କ. ୧୩୦୧୯; ୩୯୪୪ ।

୭୪୪ । ଏ ଆୟାତେ ‘ପୁରୁଷ-ଚୋର’ ଏ କଥାଟି ‘ନାରୀ-ଚୋର’ କଥାଟିର ପୂର୍ବେ ବଲା ହେଁବେ । କାରଣ ପୁରୁଷରାଇ ସାଧାରଣତ ଚୁରି କରେ ବେଶି । ନାରୀ ଚୋର ସଂଖ୍ୟା କମ । ଆବାର ୨୪୦୩ ଆୟାତେ ବ୍ୟାଭିଚାରିଣୀର ଉଲ୍ଲେଖ ହେଁବେ ‘ବ୍ୟାଭିଚାରୀ’ର ପୂର୍ବେ । କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଅବୈଧ ସଙ୍ଗମେର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ସହଜେ । କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷେର କ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରମାଣ ତତ ସହଜେ ମିଳେ ନା । ତାହାଡ଼ା ଅଧିକ ପର୍ଦା କରାର ଆଦେଶ ଦେଇ ହେଁବେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକକେ । ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଯଥାୟଥ ପର୍ଦା ନା କରାର କାରଣେ ଅନେକ ସମୟ ଏ ଜୟନ୍ୟ ଅପରାଧ ସଂଘଟିତ ହେଁ । ଏ ଜନ୍ୟେ ସଂଭବତ ବ୍ୟାଭିଚାରିଣୀର ଉଲ୍ଲେଖ ବ୍ୟାଭିଚାରୀର ଆଗେ କରା ହେଁବେ । ଏତେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଁ କୁରାନରେ କଥା ଅତିଶ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞାର ସାଥେ ସୁଶ୍ରୁତଭାବେ ସାଜାନୋ । ଏମନକି ଶଦ ଚଯନେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ବିନ୍ୟାସ ରଯେଛେ । ଚୁରି କରାର ଯେ ଶାସ୍ତି ନିର୍ଧାରିଗ କରା ହେଁବେ ତା ଖୁବି କଠୋର ବଲେ ମନେ ହେଁ । ତବେ ମାନୁମେର ଅଭିଭତ୍ତା ପ୍ରମାଣ କରେ, ଅପରାଧ ନିବାରଣ କରତେ ହଲେ ଶାସ୍ତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ହେଁବା ପ୍ରେସନ । ସହସ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକେ କୁପଥ ଥେକେ ବାଁଚାନୋର ଜନ୍ୟ ଏକଜନେର ପ୍ରତି କଠୋର ହେଁବା ଭାଲ । କିନ୍ତୁ ଏକଜନକେ ପ୍ରଶ୍ନ୍ୟ ଦିଯେ ହାଜାରୋ ଜନକେ ନଷ୍ଟ କରା କୋନ ମତେଇ ଠିକ ନାହିଁ । ଯେ ସାର୍ଜନ ପଚନଶିଲ ଅଙ୍ଗକେ କେଟେ ଫେଲେ ଦେନ ତିନିଇ ଭାଲ ସାର୍ଜନ । କେବଳ ତିନି ବାକି ଶରୀରଟାକେ ବାଁଚାଲେନ । ଇସଲାମେର ଗୌରବୋଜ୍ଜୁଲ ଦିନେ ଚୋରେର ହାତ କାଟାର ଘଟନା ବଡ଼ ଏକଟା ଘଟନେ ବଲଲେଇ ଚଲେ । କାରଣ ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଶାସ୍ତି ଛିଲ କାର୍ଯ୍ୟକର ପ୍ରତିରୋଧକ । ଆରବ ଦେଶେ, ସେଥାନେ ଏ ଶାସ୍ତିଦିନ ଏଥିନେ ବଲବନ୍ତ ଆହେ ସେଥାନେ ଚୁରିର ଘଟନା କଦାଚିତ ଘଟେ ଥାକେ । ଏ ଶାସ୍ତିର ପ୍ରକୃତା ଜନ୍ୟ ‘କାତ୍ତ’ ‘ଇୟାଦ’ (କରନ ଓ ହାତ) ଶଦ ଦୁଁଟିର ଆକ୍ଷରିକ ଓ ରାପକ ଅର୍ଥ ଜାନା ଦରକାର । ଆରବିତେ ‘କାତାଆ’ରୁ ବିଲ ହଜ୍ଜାତ’ ଅର୍ଥ ‘ମେ ଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାକେ ନୀରବ କରେ ଦିଲ’ (ଲେଇନ) । ‘ଇୟାଦ’ ଏର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ାଓ ଏକଟି ଅର୍ଥେ କର୍ମକଷମତା ବୁଝାଯ । ସେମନ, ‘କାତାଆ’ ଇୟାଦାଙ୍କ ରାପକ ଅର୍ଥେ ବୁଝାଯ, ତାର କାଜ କରାର କ୍ଷମତା ରହିତ କରା ହଲୋ ବା ତାକେ କାଜ କରା ଥେକେ ବିରତ ବା ସଂଯତ କରା ହଲୋ । ୧୨୩୨ ଦେଖୁନ । ଶଦ ଦୁଁଟିର ଏ ତାଂପର୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଆୟାତେ ‘ଫାକ୍ତାୟ ଆଇଦିଯାହମା’ର ଅର୍ଥ ଏକପ ହେଁବେ ପାରେ, ତାଦେର ଚୁରି କରବାର କ୍ଷମତା ହରଣ କର ଅର୍ଥାତ୍ ଏମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କର ଯାତେ ତାରା ଚୁରି କରତେ ନା ପାରେ । ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ନିଲେ ଏ ଆୟାତେ ଯେ ଶାସ୍ତିର କଥା ବଲା ହେଁବେ ତା ସବୋର୍ ଶାସ୍ତି । ଆର ଏ ଶାସ୍ତି ସେଇ ପାକା ଚୋରେର କ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ, ଚୁରି କରା ଯାର ସ୍ଵଭାବେ ପରିଣତ ହେଁବେ । ଆର ନିମ୍ନତର ଶାସ୍ତି ହଲୋ, ଏମନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରା ଯାତେ ଅପରାଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୁରି କରାର କ୍ଷମତା ହେଁବେ ବିରତ ଓ ନିର୍ମୂଳ ଥାକେ । ଶାସ୍ତି-ଦାନେର ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ-କାରଣ ଓ ଅବସ୍ଥା-ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ବିଯାଧାଦିଓ ବିବେଚନା କରତେ ହେଁ । ‘ଆସ୍‌ସାରିକ’ ଶଦେର ମାରେ ‘ଆତିଶ୍ୟେର ଭାବ’ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାକାଯ ସାଧାରଣ ଚୋର ନଯ ବରଂ ‘ସ୍ଵଭାବ-ଚୋର’ ବା ‘ପାକା ଚୋର’କେଇ ବୁଝାଚେ । କୀ ପରିମାଣ ଅର୍ଥ ବା ସମ୍ପଦି ଚୁରି କରଲେ ଏ ଶାସ୍ତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହେଁ ଏ ନିଯେବ ଜାନୀଦେର ମଧ୍ୟ ମତଭେଦ ଆହେ । କେଉ କେଉ ବଲେଛେ, ତିନ ଦିରହାମ ବା ସିକି ଦୀନାର ଚୁରି କରଲେ ଏ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ଯେତେ ପାରେ । କେଉ କେଉ ବଲେନ, ଗାହ ଥେକେ ଫଳ ପାଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭରମରତ ଅବସ୍ଥାଯ ଚୁରି କରଲେ ଏ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ଯାବେ ନା (ଦ୍ୟାଦ) । ଇମାମ ଆବୁ ହାନୀଫା ୧୦ ଦିରହାମ, ଇମାମ ମାଲିକ ଓ ଇମାମ ଶାଫ୍ରି ୩ ଦିରହାମ ଚୁରି କରା ଏ ଶାସ୍ତିର ଜନ୍ୟ ନ୍ୟନତମ ସମ୍ପଦେର ପରିମାଣ ନିର୍ଧାରଣ କରେଛେ । ଧର୍ମ ବିଶାରଦଗଣେର ମତାନୈକ୍ୟ ଏଟାଇ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଶାସ୍ତି ଦାନେର ବ୍ୟବାରେ ଏର ପ୍ରକୃତି, ଧରନ ଓ ପରିମାଣଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟେ ବିଚାରକ ବହୁଲାଂଶେ ସ୍ଵିଯ ବୁଦ୍ଧି-ବିବେଚନା ଥାଟାତେ ପାରେନ ।

৪০। কিন্তু ^كকেউ অন্যায় করার পর তওবা করলে এবং শুধরে নিলে আল্লাহ্ অবশ্যই কৃপাতরে তার তওবা গ্রহণ করবেন। নিচয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

৪১। তুমি কি জান না, ^كআকাশসমূহের ও পৃথিবীর রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ্'রই? তিনি যাকে চান আযাব দেন এবং যাকে চান ক্ষমা করে দেন। আর আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান^{١٤٥}।

৪২। হে রসূল! 'আমরা ঈমান এনেছি' মৌখিকভাবে একথা বললেও যাদের অন্তর ঈমান আনেনি তাদের মাঝ থেকে এবং যারা ইহুদী হয়েছে তাদের মাঝ থেকেও যারা দ্রুত কুফরীতে ধাবমান তারা যেন তোমাকে দুশিষ্টগ্রস্ত না করে। ^كতারা অতি উৎসাহভরে মিথ্যা^{١٤٦} কথা শুনে (এবং) অন্য একটি জাতির কথাও খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে, যারা তোমার কাছে আসে নি। (প্রেরিত) ^كবাণী যথাস্থানে রাখার পর তারা তা (সেখান থেকে) পরিবর্তন করে দেয়। তারা (নিজেদের সাথীদের) বলে, 'তোমাদের এভাবে (আদেশ) দেয়া হলে তা গ্রহণ করো এবং তোমাদের এভাবে (আদেশ) দেয়া না হলে দূরে সরে থেকো। আর আল্লাহ্ যাকে পরিক্ষা করতে চান সেক্ষেত্রে আল্লাহ্'র কবল থেকে তাকে (রক্ষা করার) কোন অধিকার তোমার নেই। এরাই সেইসব লোক যাদের হৃদয় আল্লাহ্ কখনো পরিব্রত করতে চান না। এদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে লাঞ্ছনা (এবং) পরকালে এদের জন্য (নির্ধারিত) রয়েছে এক মহা আযাব।'

৪৩। তারা মিথ্যা শুনতে অতি উদ্ধৃতি এবং ^كহারাম খেতে ভীষণ অভ্যন্ত^{١٤٧}। অতএব তারা তোমার কাছে (বিচারপ্রার্থী হয়ে) এলে তুমি (চাইলে) তাদের মাঝে মীমাংসা করতে পার অথবা তাদের উপেক্ষাও করতে পার। আর তুমি তাদের

দেখুন : ক. ৬:৫৫; ২০:৮৩; ২৫:৭২; খ. ৫:১৮-১৯; ৪:৮:১৫; গ. ৯:৪:৭; ঘ. ২:৭:৬; ৩:৭:৯; ৪:৪:৭; ঙ. ৫:৬:৩,৬৪।

৭৪৫। ভাষার একপ ব্যবহার দ্বারা এটা মনে করা ঠিক হবে না যে মহাবিশ্বের ঐশ্বী-শাসন-প্রশাসনে কোন নিয়ম-নীতি বা রীতি- পদ্ধতি নেই, আল্লাহ্ যখন যেমন খুশী তেমনই করে থাকেন। একপ প্রকাশ ভঙ্গী দ্বারা এতুকুই বুঝায়, আল্লাহ্ তাআলা বিশ্ব জগতের সর্বোচ্চ ও পরমতম কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়ার কারণে তাঁর কথাই সর্বোচ্চ আইন। তাঁর হৃকুমের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই, কোন আপীলেরও সুযোগ নেই।

৭৪৬। এর অর্থ একপও হয়ঃ (১) তারা মিথ্যা কথা বানাবার উদ্দেশ্যে শুনতে আসে, (২) নবী করীম (সাঃ) সম্বন্ধে অন্যেরা যত মিথ্যা কথাই বলে, তারা সেগুলোকে সত্য বলে মনে করে।

৭৪৭। 'সুহৃৎ' অর্থ, নিষিদ্ধ বস্তু, যা ঘৃণ্য ও বদ্নামযুক্ত, বিচারক বা প্রশাসককে দেয়া যুষ, অকিঞ্চিতকর ও তুচ্ছ বস্তু (লেইন)।

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ
اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
رَّحِيمٌ^⑥

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ؟ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ
يَشَاءُ مَوْلَانَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدْ يَرِئُ^⑦

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كَمَا يَحْرِثُكَ الَّذِينَ
يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ
قَاتَلُوكُمْ أَمَّا بِمَا فَوَاهُهُمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ
قُلُوبُهُمْ هُنَّ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا هُنَّ
سَمُّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمُّعُونَ لِلْقَوْمِ
أَخْرِيَنَ، لَمْ يَأْتُوكَ ، لَمْ يُحَرِّفُونَ
الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَا أَصْبَحَهُ، يَقُولُونَ
إِنَّ أُولَئِيْتُمْ هَذَا فَخْدُوهُ وَإِنَّ لَهُ
تُؤْتَوْهُ فَاقْحَذْرُوهُ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ
فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا،
أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطْقِرَ
قُلُوبَهُمْ، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا مَخْزُونٌ
لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ^⑧

سَمُّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِلْسُّخْتِ
فَإِنْ جَاءُوكَ فَاخْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ
أَغْرِضْ عَنْهُمْ، وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ

উপেক্ষা করলে তারা কখনো তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর তুমি যদি বিচার কর তাহলে তাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকদের ভালবাসেন।

৪৪। আর (তাদের দৃষ্টিতে) তাদের কাছে আল্লাহ্ নির্দেশ সম্বলিত তওরাত রয়েছে। সেক্ষেত্রে তারা কিভাবে তোমাকে বিচারক মানতে পারে^{৭৪}? এরপরও তারা মুখ ফিরিয়ে রাখে। আর তারা কখনো স্মান আনার পাত্র নয়।

[১৯]
১০

৪৫। নিশ্চয় আমরা [‘]তওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম। এতে হেদায়াত ও নূর ছিল। (আল্লাহতেই) আত্মসমর্পিত নবীরা এ দিয়ে ইহুদীদের মাঝে মীমাংসা করতো। আর একইভাবে আল্লাহত্বক ব্যক্তিরা^{৭৫} এবং (তওরাতের) আলেমরা^{৭৬} (মীমাংসা করতো)। কেননা তাদের ওপর আল্লাহ্ কিতাবের সুরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল এবং তারা নিজেরাই এ বিষয়ে সাক্ষী ছিল। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় করো এবং আমার [‘]আয়াতকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রি করো না। আর [‘]আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুযায়ী যারা মীমাংসা করে না তারাই প্রকৃতপক্ষে কাফির।

৪৬। আর আমরা এ (তওরাতে) তাদের জন্য বিধান জারী করেছিলাম, নিশ্চয় প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত ও (অন্যান্য) আঘাতের জন্যে রয়েছে সমান সমান প্রতিশোধ^{৭৭}। আর কেউ স্বেচ্ছায় (প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারটি) ক্ষমা করে দিলে তা

فَلَئِنْ يَضْرُبُوكُ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ
فَاحْكُمْ بِمِنْهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ^{৭৮}

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْزِعَةُ
فِيهَا حُكْمُ الْبُشْرَى يَتَوَلَّنَ مِنْ بَعْدِ
ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ^{৭৯}

إِنَّا آتَيْنَا التَّوْزِعَةَ فِيهَا هُدًى وَ
نُورٌ وَيَحْكُمُ بِهَا الشَّيْعَوْنُ الَّذِينَ
أَشْلَمُوا إِلَيْنَا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَ
الْأَخْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
وَكَانُوا عَلَيْهِ شَهَادَةٍ فَلَا تَخْشُوا
النَّاسَ وَالْخَشْوُونَ وَلَا تَشْتَرِرُوا بِالْيَتَامَى
ثُمَّنَا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْكُفَّارُونَ^{৮০}

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا آَنَّ النَّفَسَ
بِالنَّفَسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ
بِالْأَنفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّينَ
بِالسِّينِ وَالْجُرُودَ قِصَاصٌ فَمَنْ

দেখুন : ক. ৬৪৯২; ৭৪১৫৫; খ. ২৪৪২; গ. ৫৪৪৬,৪৮।

৭৪৮। এ আয়াতের অর্থ, রসূলে করীম (সা:) এর সময়ে তওরাত যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায়ই তা বিবাদ মীমাংসার জন্য আল্লাহ্ বাণীরূপে ব্যবহারযোগ্য ছিল এমন নয়। কুরআন শুধু এটুকু বলতে চায়, তওরাত সম্বন্ধে ইহুদীদের ধারণা এক্সপ্রেস ছিল। তবে এ কথাও বলা প্রয়োজন, তওরাতের বর্তমান অবস্থায় তা সম্পূর্ণরূপে সত্য বিবর্জিত বলেও কুরআন মনে করে না। কুরআনের মতে তওরাতে মানুষের ব্যাপক হস্তক্ষেপ হওয়া সত্ত্বেও এতে কতগুলো সত্য কথা মৌলিক ও সাবেক আকারে বিদ্যমান রয়েছে (২৪৭৯)। এ আয়াতটি বলছে, তওরাত মৌলিক আকারে ও পবিত্রতায় বনী ইস্রাইল জাতির জন্য সীমাবদ্ধ সময় পর্যন্ত সত্য ধর্মগ্রন্থরূপে ঠিক ছিল। কিন্তু কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর কুরআনই হলো সর্বকালের সর্ব মানবের জন্য একমাত্র আল্লাহ্ অনুমোদিত ধর্মগ্রন্থ।

৭৪৯। ৩০২-ক টীকা দেখুন।

৭৫০। ‘আহবার’ শব্দটি ‘হির্ব’-এর বহুবচন, অর্থ ইহুদীদের আলেম, সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তি (লেইন)। এ আয়াতে কুরআন পূর্ববর্ণিত আয়াতে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উথাপন করেছে তা আরো জোরদার করেছে। অর্থাৎ মূসা (আ:) এর পরবর্তী নবীগণও যখন তওরাত অনুযায়ী সীমাংসা করেছেন তখন অন্য কে আছে, যে তাদের বাগড়া-বিবাদ তওরাতের নিয়ম অনুযায়ী মীমাংসা করবে না!

তার পক্ষে 'কাফ্ফার' (অর্থাৎ পাপ মোচনের উপায়) হবে। আর 'আল্লাহ' যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুযায়ী যারা মীমাংসা করে না তারাই যালেম।

৪৭। আর 'তাদেরই' (অর্থাৎ ওপরে বর্ণিত নবীদের) ধারাবাহিকতায় আমরা ঈসা ইবনে মরিয়মকে তওরাতের 'সত্যায়নকারীরূপে পাঠিয়েছিলাম, যা তার সামনে রয়েছে। আর তওরাতের যা তার সামনে রয়েছে এর সত্যায়নকারীরূপে আমরা তাকে হেদায়াত ও নূর সম্বলিত ইন্জীল দিয়েছিলাম এবং (তা) ছিল মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ।

৪৮। আর আল্লাহ এ (ইন্জীলে) যা অবতীর্ণ করেছেন ইন্জীল অনুসারীদের তা দিয়েই মীমাংসা করা উচিত। আর 'আল্লাহ' যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুযায়ী যারা মীমাংসা করে না তারাই দুর্কর্মপরায়ণ।

৪৯। আর (পূর্ববর্তী) কিতাবের যা এর সামনে আছে এর সত্যায়নকারী ও তত্ত্ববধায়করূপে 'আমরা তোমার প্রতি পূর্ণ সত্যসহ এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি'^{৯১}। সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুযায়ী তুমি তাদের মাঝে 'মীমাংসা কর। আর তোমার কাছে সমাগত সত্যকে পরিত্যাগ করে তুমি তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আমরা তোমাদের প্রত্যেকের জন্য বিধান'^{৯২} ও কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করেছিলাম। আর আল্লাহ যদি 'চাইতেন তোমাদের সবাইকে তিনি

تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَوْلَيْكَ هُمُ الظَّلِيمُونَ^১

وَقَفَّيْنَا عَلَى إِثْرَاهُمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْزِيَةِ وَأَتَيْنَاهُ الْأَنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَّنُورٌ، وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْزِيَةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ^২

وَلَيَخْكُمْ أَهْلُ الْأَنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَوْلَيْكَ هُمُ الْفَسَقُونَ^৩

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَمِّمًا عَلَيْهِ فَاخْكُمْ بِيَنْهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَشْيِعْ آهَوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، لِكُلِّ جَعْلَنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَ

দেখুন ৪ ক. ৫৪৪৫,৪৮; গ. ২৪৮; ৫৭৪২৮; খ. ৩৪৫১; ৬১৪৭; ঘ. ৫৪৪৫,৪৬; ঙ. ৩৯৩৩; চ. ৫৪৫০; ছ. ১০৪১০০; ১১৪১১৯; ১৬৪১০।

৭৫১। যাত্রাপুস্তক-২১৪২৩-২৫ এবং লেবীয় পুস্তক ২৪৪১৯-২১ দেখুন। 'কেউ স্বেচ্ছায় (প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারটি) ক্ষমা করে দিলে' বাক্যাংশটি ক্ষমার মাহাত্ম্য ঘোষণা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করা ইন্জীলের একচেটিয়া শিক্ষা বলে খৃষ্টানদের যে গর্ব তাও খৰ্ব করে। মূসা (আঃ) এর শিক্ষাতেও ক্ষমার স্থান ছিল। তবে মূসা (আঃ) এর শিক্ষাতে প্রতিশোধ গ্রহণের উপর জোর দেয়া হয়েছিল, আর ঈসা (আঃ) এর শিক্ষাতে ক্ষমা ও প্রতিরোধীহীনতার উপর জোর দেয়া হয়েছিল বেশি।

৭৫২। 'মুহায়মিন' মানে সাক্ষী, শান্তি ও নিরাপত্তা দানকারী, মানুষের কার্যবলীর নিয়ন্ত্রক ও পর্যবেক্ষক, অভিভাবক ও রক্ষাকারী (লিসান)। এখানে কুরআনকে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলোর রক্ষক ও অভিভাবক আখ্যা দেয়া হয়েছে। কুরআনের রক্ষক বা অভিভাবক হওয়ার অর্থ হলো কুরআন পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের অমর ও চিরস্থায়ী শিক্ষা ও মূল্যবোধ নিজের মধ্যে সংরক্ষণ ও আস্থাস্থ করেছে এবং যে শিক্ষা ও মূল্যবোধ সাময়িক প্রয়োজনের তাকিদে সেই ধর্মগুলোতে সংযোজিত হয়েছিল কিন্তু এখন মানবজাতির প্রয়োজন উপযোগী নয় সেগুলোকে কুরআন নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেনি। কুরআনের অভিভাবকত্ব এ অর্থেও স্বীকার্য, কুরআন আল্লাহর হেফায়তের (সংরক্ষণের) প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সম্পূর্ণ হস্তক্ষেপমুক্ত রয়েছে। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ ঐশ্বী সংরক্ষণের এ মহা আশীর্বাদ থেকে বর্ণিত।

৭৫৩। 'শের'আহ' বলতে আল্লাহ তাআলার বিধানে নামায, রোয়া, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ধর্ম-কর্ম সম্পর্কিত অধ্যাদেশগুলোকে বুঝায়, বিশ্বাস ও আচরণের প্রকাশ্য ও সত্য পথ (লেইন)। 'মিনহাজ' মানে প্রকাশ্য, সহজবোধ্য পথ ও পথা (লেইন)। আল মুবাররাদ বলেন, প্রথমোক্ত শব্দটি রাস্তাটির প্রারম্ভ বুঝায় এবং পরবর্তী শব্দটি পথের চলার রাস্তাটিকে বুঝায় (কাদীর)। অতএব শের'আহ' সেইসব আইনকে বুঝায় যেগুলো আধ্যাত্মিক বিষয়বলী সম্পর্কিত এবং 'মিনহাজ' জাগতিক বিষয়বলী সম্পর্কিত। শের'আহ' আরেক অর্থ পানিতে উপস্থিত

একই উন্নত করে দিতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। অতএব ^১তোমরা সৎকাজে পরম্পর প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে। এরপর যেসব বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে তিনি তোমাদের তা অবহিত করবেন।

৫০। আর (হে রসূল!) আল্লাহ যা অবর্তীণ করেছেন তা দিয়ে তুমি তাদের মাঝে ^২মীমাংসা কর এবং তুমি তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তুমি তাদের ব্যাপারে সাবধান থেকো যেন আল্লাহ তোমার প্রতি যা অবর্তীণ করেছেন এর কোন অংশ সম্পর্কে তারা তোমাকে ^৩পরীক্ষায় ফেলতে না পারে। কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে রাখে তবে জেনে রাখ আল্লাহ তাদের কোন কোন পাপের জন্য অবশ্যই তাদের শাস্তি দিতে চান। আর নিশ্চয় মানুষের মাঝে অনেকেই দুর্কর্মপরায়ণ।

৫১। তবে কি তারা অজ্ঞযুগের^৪ বিধান^৫ চায়? আর [৭] দৃঢ়বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিচারক আর কেউ ১১ নেই।

৫২। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের বন্ধুরূপে ^৬গ্রহণ করো না^৭। তারা একে অপরের বন্ধু^৮। আর তোমাদের কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে নিশ্চয় সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত (বলে গণ্য) হবে। নিশ্চয় আল্লাহ যালেমদের হেদায়াত দেন না।

দেখুন : ক. ৩৯:৩৫; ৩৫:৩৩; খ. ৫:৪৯; গ. ১৭:৭৪; ঘ. ৩৯:২৯,১১৯; ৪:১৪৫; ৫:৫৮; ৬:১১০।

হওয়ার পথ। এতে বুঝা যায় মানবকে আল্লাহ তাআলা এমন সব উপায়-উপকরণ দ্বারা ভূষিত করেছেন যাতে সে আধ্যাত্মিক পানির প্রস্তবণে পৌছতে পারে এবং ঐশী-বাণী লাভ করতে পারে।

৭৫৪। ইসলাম-পূর্ব সময় ও অবস্থা, অঙ্গতার অবস্থা।

৭৫৫। 'হক্ম' অর্থ বিচার, নিয়ম, আওতা, কর্তৃত্ব, শাসন, অধ্যাদেশ, বিচারের রায়, বিধান, বিপদাবস্থা (লেইন)।

৭৫৬। এ আয়াতের তাৎপর্য এটা নয় যে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি তথা অন্য ধর্মাবলম্বীর প্রতি ন্যায়ানুগ ও হিতকামী ব্যবহার নিষিদ্ধ ও অনুৎসাহিত করা হয়েছে। এ আয়াত প্রকৃতপক্ষে সেইসব ইহুদী ও খৃষ্টানের সংশ্বর ত্যাগের কথা বলছে যারা মুসলমানের সাথে যুদ্ধরত আছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে।

৭৫৭। ইসলামের বিরোধিতার ক্ষেত্রে ইহুদী ও খৃষ্টানেরা নিজেদের মধ্যকার মতভেদ ভুলে যায় এবং একজোট হয়ে ইসলামের শক্তি করে। নবী করীম (সা:) বড় খাঁটি কথা বলেছেন, 'আল কুফর মিল্লাতু ওয়াহিদাহ' (কাফিররা সকলে একই দলভুক্ত)। অর্থাৎ সকল প্রকারের অবিশ্বাসী পরম্পরের প্রতি বৈরিতা পোষণ করা সত্ত্বেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক হয়ে যায়।

مِنْهَا جَاءَ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكُمْ لَيْلَةٌ لِيَبْلُوُ الْمُفْتَنِينَ مَا أَشْكَمْ فَاسْتَقِمُوا إِلَيْهِ رَبِّكُمْ رَبِّ الْعِزَّةِ مَرْجِعُكُمْ جَوَنًا فَإِنَّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ^৩

وَأَنَّ الْحُكْمَ بِيَدِنَّمْ بِمَا آنَزَ اللَّهُ وَ كَتَبَتِيَعَ أَهْوَاهُمْ وَ اخْذَهُمْ أَنَّ يَقْتِنُوكُمْ عَنْ بَعْضِ مَا آنَزَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ فَإِنَّ تَوَلُّوْا فَأَغْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ دُنُوِّهِمْ وَ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَسِقُونَ^৪

أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَنْهَعُونَ وَمَنْ أَخْسَنْ
مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُؤْقَنُونَ^৫

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا^৬
الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى أَوْ لَيْلَاءَ وَ بَعْضُهُمْ
أَوْ لَيْلَاءَ بَعْضٌ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مُنْكِمٌ
فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ دَرَأَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّلِيمِينَ^৭

৫৩। আর যাদের হন্দয়ে ব্যাধি রয়েছে তুমি তাদেরকে এদের (অর্থাৎ কাফিরদের) মাঝে ছুটাছুটি করতে দেখবে। তারা বলে, ‘আমরা ভয় করছি, না জানি কখন আমাদের আগ্যবিপর্যয়^{৭৫} ঘটে।’ অতএব আল্লাহ খুব সম্ভব (তোমাদের) ক্ষবিজয়^{৭৬} দিবেন অথবা তাঁর পক্ষ থেকে এমন কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবেন যার ফলে তারা নিজেদের অন্তরে যা গোপন করছে এর জন্য লজ্জিত হবে।

৫৪। আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলবে, “এরাই কি আল্লাহর নামে নিজেদের (পক্ষ থেকে) দৃঢ় কসম খেয়ে তীক্ষ্ণ বলেছিল, ‘নিশ্চয় তারা তোমাদেরই দলভুক্ত?’” তাদের কর্ম ত্রুটি নিষ্ফল হয়ে গেছে। অতএব তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৫৫। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মাঝে যে ^১নিজ ধর্ম ত্যাগ করে (সে জেনে রাখুক তার পরিবর্তে) আল্লাহ অবশ্যই এমন এক জাতিকে নিয়ে আসবেন যাদের তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে^{৭০}। এরা মু’মিনদের প্রতি কোমল হবে (এবং) কাফিরদের প্রতি হবে কঠোর। এরা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরকারকারীর তিরকারকে ভয় করবে না। এ হলো আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যদাতা (ও) সর্বজ্ঞ।

★ ৫৬। তোমাদের ^১বন্ধু কেবল আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং মু’মিনরা, যারা (পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে) তাঁর প্রতি বিনত হয়ে নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে।

৫৭। আর যে আল্লাহকে, তাঁর রসূলকে এবং মু’মিনদেরকে বন্ধুরপে গ্রহণ করবে (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় ^২আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে।

দেখুন : ক. ৩২৯৩০; খ. ৩৪১৪৫; গ. ২৪২৫৮; ৩৪৬৯; ঘ. ৫৮৪২৩।

৭৫৮। ‘দাইরাহ’ অর্থ ভাগ্য-বিপর্যয়, বিশেষত দুর্ঘটনা, দুর্ভাগ্য, বিপদ, পরাজয় অথবা পলায়ন, হত্যা বা মৃত্যু (লেইন)।

৭৫৯। ‘ফাত্তহ’-বিজয়। এ আয়াতে যে বিজয়ের কথা বলা হয়েছে তা মক্কা-বিজয়ের কথা ও হতে পারে অথবা অন্যান্য সাধারণ বিজয়ের কথা ও হ’তে পারে। ‘বিজয়ের’ পরে ‘এমন কোন সিদ্ধান্তের’ উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিজয় নিজেই এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তারপর অন্য সিদ্ধান্তের উল্লেখ দ্বারা বুঝা যায় বিজয়ের পরে বিজয় থেকেও বড় কোন ঘটনার কথা বলা হয়েছে। সে ঘটনাও সত্যই ঘটেছিল। মক্কা বিজয়ের পরে সারা আরবদেশের সকল প্রকারের বিভক্ত অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণপূর্বক অভাবনীয়ভাবে এক বাণ্ডার তলে সমবেত হলো এবং ইসলামই হয়ে গেল সমগ্র আরব উপদ্বীপের একমাত্র ধর্ম।

৭৬০। যদি এমন দেখা যায়, কোন ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন কমছে এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না তাহলে সে ধর্মকে মৃত গণ্য করতে হবে।

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ
بِسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشِيَ أَنْ
تُصِيبَنَا أَثْرَةً، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ
بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضِيِّعُوا
عَلَى مَا آسَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ثُمَّ يُمْنِئُونَ

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهُؤُلَاءِ
الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ
لَا هُمْ لَمَعَكُمْ، حِيطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فَاصْبَحُوا خَسِيرِينَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَيْرَتَهُ
مِثْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ
بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذْلَلُهُ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَزُهُ عَلَى الْكُفَّارِ
يُجَاهِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ
لَوْمَةَ لَا يُثِيمُهُ ذِلْكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتَيْهُ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ

إِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ
آمَنُوا الَّذِينَ يُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَ
يُؤْتُونَ الزَّكُوَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا^{৭৭}
فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِيُّونَ

৫৮। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মাঝে ^ক যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও ক্রীড়াকৌতুকের বিষয় বানিয়েছে তাদেরকে ও কাফিরদেরকে তোমরা ^শবন্ধুরূপে গ্রহণ করো না^{৭৬১}। আর তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাক তাহলে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর।

৫৯। আর তোমরা যখন নামায়ের জন্য লোকদের ডাক তখন এরা একে ঠাট্টা ও ক্রীড়াকৌতুকের বিষয় মনে করে। এর কারণ হলো, এরা এমন লোক যারা বিবেকবুদ্ধি খাটায় না।

৬০। তুমি বল, ‘হে আহলে কিতাব! তোমরা কি আমাদের শুধু এজন্য দোষারোপ করে থাক যে ^১আমরা আল্লাহতে, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এতে এবং যা ইতোপূর্বে অবতীর্ণ করা হয়েছিল তাতেও ঈমান এনেছি^{৭৬২}? আসলে তোমাদের অধিকাংশই দুর্ক্ষর্মপরায়ণ।’

৬১। তুমি বল, ‘এর চেয়েও^{৭৩০} নিকৃষ্ট কিছু যে আল্লাহর কাছে প্রতিফলনূপে (তোমাদের জন্য) রয়েছে আমি কি তোমাদের (তা) অবহিত করবো? আল্লাহ যাদের ^শঅভিশাপ দিয়েছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধাভিত হয়েছেন, যাদের একাংশকে তিনি বানর ও শূকর করে দিয়েছেন^{৭৬৪} এবং যারা ^ঙশয়তানের উপাসনা করেছে ^৯এরাই অবস্থানের দিক থেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং সোজা পথ থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে সরে গেছে।

দেখুন : ক. ৬৪৭১; ৭৪২; খ. ৩৪২৯, ১১৯; ৪৪১৪৫; ৫৪৫২; ৬০৪১০; গ. ৭৪১২৭; ৬০৪২; ঘ. ২৪৬৬; ৭৪১৬৭; ঙ. ২৪২৫৮; ৪৪৫২; চ. ১২৪৭৮; ২৫৪৩৫।

৭৬১। পূর্ববর্তী ৫২নং আয়াতে মুসলমান বিরোধী অবিশ্বাসীদের যুদ্ধাংদেহী মনোভাব ও শক্তির কারণে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে বারণ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে বারণ করার আরো কারণ দেখানো হয়েছে। অবিশ্বাসীদের সাথে মুসলমানেরা সদাচার-সুলভ লেন-দেন করবে না বা তাদের উপকার করবে না বা তাদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করবে না, এর অর্থ এমন নয়। তবে তাদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব গড়ে তুলে নিজেদের ধর্মের গ্রানি ও অবমাননা ঘটাবে না।

৭৬২। ‘হাল’ একটি প্রশ্নবোধক উপসর্গ, যার পরে ‘ইল্লা’ শব্দ ব্যবহৃত হলে বাক্যটি না-বোধক অর্থ প্রকাশ করে। তাই যেতাবে অনুবাদ করা হয়েছে তাছাড়াও এর অর্থ হতে পারে, ‘আমরা বিশ্বাস এনেছি, এছাড়া আমাদের অন্য কোন দোষতো তোমরা দেখাতে পার না।’ কখনো কখনো এ উপসর্গটি হাঁ-বোধক বিবৃতির ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়, যেমনটা হয়েছে ৭৬৪২ আয়াতে।

৭৬৩। ‘যালিকা’ বলতে এখানে মুসলমানের ওপর অত্যাচারকে বুঝাতে পারে অথবা তাদের উপর অত্যাচারীদেরকেও বুঝাতে পারে।

৭৬৪। ‘বানর’ ও ‘শূকর’ শব্দগুলো এখানে রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতেক শ্রেণীর পশুরই স্বকীয় ও বিশিষ্ট স্বত্ব রয়েছে, যা সেই পশুর নাম না নিয়ে অন্যভাবে সম্যক বর্ণনা করা যায় না। বানর অত্যন্ত অনুকরণ-প্রিয়, নকল-পারদর্শী। আর শূকর দুর্গন্ধ ও ময়লাপ্রিয়, নির্লজ্জ ও নির্বোধ স্বভাবের জীব। ‘যারা শয়তানের উপাসনা করেছে’ কথাগুলো দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় বানর ও শূকর বলতে বানর-চরিত্রের ও শূকর-স্বভাবের মানুষকেই এখানে বুঝানো হয়েছে। ১০৭ নং টাকা দেখুন।

يَا يَهُهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تَتَنَحَّذُ وَالَّذِينَ
أَتَخَذُهُ وَإِنْ كُمْ هُرُوا وَلَعِبَّا مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ
أَوْلِيَاءُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ^{৭৬}

وَإِذَا نَادَيْتُمْ رَأَيَ الصَّلْوَةَ اتَّخَذُهُ
هُرُوا وَلَعِبَّا ذَلِكَ بِإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
يَعْقِلُونَ^④

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَبِ هَلْ تَتَقْمِنُونَ مِنْ
إِنَّمَا أَنَّا مَنَّا بِإِنْ شَوَّدَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا
مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِهِ وَأَنَّا كُثْرَكُمْ
فِسْقُونَ^⑤

قُلْ هَلْ أَتَيْتُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ
مَثُوبَةً عِنْهُ اللَّهُ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ
غَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقَرَدةَ
وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ
أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ
السَّبِيلِ^⑥

৬২। আর তারা যখন তোমাদের কাছে আসে তখন তারা বলে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’^{৭৬৫}, অথচ তারা (তোমাদের মাঝে) কুফরীসহই প্রবেশ করেছিল এবং তারা তা নিয়েই বের হয়ে গেল। আর তারা যা গোপন করে আল্লাহ তা সবচেয়ে বেশি জানেন।

৬৩। আর তুমি তাদের অধিকাংশকে পাপ ও সীমালজ্ঞনের এবং ^কতাদের হারাম খাওয়ার ক্ষেত্রে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যেতে দেখবে। তারা যা করছে অবশ্য তা খুবই মন্দ।

৬৪। আল্লাহভক্তরা এবং (আল্লাহর বাণী সংরক্ষণে নিযুক্ত) আলেমরা তাদেরকে পাপকথা বলতে^{৭৬৬} ও হারাম খেতে কেন বারণ করে না? তারা যা করতো অবশ্যই তা অত্যন্ত ^খমন্দ।

৬৫। আর ^গইহুদীরা বলে, ‘আল্লাহর হাত বাঁধা।’ এদের (নিজেদেরই) হাত বাঁধা^{৭৬৭}। আর তারা যা বলে এর দরুন তারা অভিশপ্ত। বরং তাঁর উভয় হাতই^{৭৬৮} প্রশস্ত। তিনি যেভাবে চান খরচ করেন। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ^ঝযা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা অবশ্যই এদের অনেকেরই বিদ্রোহ ও অঙ্গীকারকেই বাড়িয়ে দিবে। আর আমরা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাদের মাঝে ^ঝশক্রতা ও বিদ্যেষ সংগঠিত করে দিয়েছি। তারা যখনই ^ঝযুদ্ধের আগুন^{৭৬৯} জ্বালায় তখনই আল্লাহ তা নিবিয়ে দেন। আর তারা পৃথিবীতে

وَإِذَا جَاءَهُمْ قَاتِلُوا أَمْنًا وَقَدْ خَلُوا
بِالْكُفَّارِ هُمْ قَدْ خَرَجُوا إِلَيْهِمْ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ^(৩)

وَتَرَى كَثِيرًا مَّنْ هُمْ يُسَارِعُونَ فِي
إِلَادِئْمَةِ وَالْعَذَابِ وَآكُلُهُمُ السُّخْتَ
لَيَسَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^(৪)

لَوْلَا يَنْهَمُهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَأَلَّا حَبَّارٌ
عَنْ قَوْلِهِمُ الْأَثْمَةِ وَآكُلُهُمُ السُّخْتَ
لَيَسَّ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ^(৫)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ
عُلِّتَ أَيْدِيهِمْ لِعِنْوَاهِمَا قَاتِلُوا مَنْ
يَكْذِبُهُ مَبْسُوتُ طَشِينٍ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ
وَلَيَزِيدُنَّ كَثِيرًا مَّنْهُمْ مَا أُنْزَلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغِيَّاً وَ كُفَّارًا وَ
آكِلِيَّنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ
إِلَيْ يَوْمِ الْقِيَمَةِ كُلُّمَا آتُقُدُّوا نَارًا
لِلْحَرْبِ أَطْفَاهَا اللَّهُ وَيَسْعَونَ فِي

দেখন : ক. ৫৪৪৩; খ. ৫৪৮০; গ. ৩৪১৮২; ৩৬৪৪৮; ঘ. ৫৪৬৯; ঙ. ৩৪৫৬; ৫৪১৫; চ. ২৪১৮।

৭৬৫। ‘আমরা ঈমান এনেছি’ বলে ইহুদীরা কেবল মুমিনদের নকল করে ও প্রবর্থনা করে। তারা এ বাক্যটিকে বুঝে বা হৃদয়ঙ্গম করে বলে না, বরং যোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করে। এরূপ নকলপনা দ্বারা তারা পূর্ব আয়াতে বর্ণিত বানরের অনুকরণ প্রিয়তার স্বভাবই নিজেদের মাঝে প্রদর্শন করে।

৭৬৬। ‘ইসম’ (পাপ) যা সাধারণত করা হয়, উচ্চারণ করা হয় না। তাই অনেক তফসীরকার বলেছেন, এখানে ‘কটল’ (কথা-বার্তা) শব্দটি ‘করা’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে খুব সম্ভবত ‘কটল’ শব্দটি ‘ইসম’ এর ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়ে পাপ কথা বলা ও পাপ কাজ করা উভয় অর্থই প্রকাশ করেছে।

৭৬৭। ‘এদের (নিজেদেরই) হাত বাঁধা’, বাক্যটির তাৎপর্য হলো, ইহুদীদের ঔন্ত্যপূর্ণ উক্তি ‘আল্লাহর হাত বাঁধা’ তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি দেকে আনবে, যার ফলে তারা হীনমনা ক্রপণে পরিগত হবে।

৭৬৮। হাত ক্ষমতার প্রতীক। প্রসারিত, খোলা ও মুক্ত হাত একদিকে যেমন অনুগ্রহরাজি বিতরণ করার ক্ষমতা রাখে, অন্যদিকে তেমনি অপরাধীদের ধরে শাস্তি দানেরও ক্ষমতা রাখে। আল্লাহ তাআলার উভয় হাতই পূর্ণ, মুক্ত ও স্বাধীন। তিনি একহাতে বিশ্বসীদেরকে প্রাচুর্যে ভরে দেন এবং অন্য হাতে ইহুদীদের বে-আদবীর জন্য শাস্তি দিয়ে থাকেন।

৭৬৯। এ বাক্যটি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধাবার জন্য আরব গৌত্তলিকদেরকে শক্রতাবাপন ইহুদীরা যে নানাভাবে উত্তেজিত করতো ও উক্সানী দিত, সে কথাই বলছে। ইহুদীরা স্বয়ং ইসলাম বিরোধী শক্রতামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকতো।

নৈরাজ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছুটে বেড়ায়। আর আল্লাহ নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।

৬৬। *আর আহলে কিতাব যদি ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো তাহলে অবশ্যই আমরা তাদের দোষক্রটি দূর করে দিতাম এবং অবশ্যই নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহে^{১১০} তাদের প্রবেশ করাতাম।

★ ৬৭। *আর তারা যদি তওরাত ও ইন্জীলের (শিক্ষা) ও তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছ থেকে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা প্রতিষ্ঠা করতো তাহলে নিশ্চয় তারা তাদের ওপর থেকেও এবং তাদের নিচ থেকেও (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ও জাগতিক নেয়ামত) ভোগ করতো^{১১১}। তাদের মাঝে একদল [১০] মধ্যপন্থী আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ যা করছে তা অতি [১১] জ্ঞান্য।

৬৮। হে রসূল! তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা (মানুষের কাছে ভালভাবে) *'পৌছে দাও। আর তুমি তা না করলে তুমি (যেন) তাঁর বাণী পৌছানোর দায়িত্বই পালন করলে না'^{১১২}। আর আল্লাহ তোমাকে মানুষের (কবল) থেকে রক্ষা করবেন^{১১৩}। নিশ্চয় আল্লাহ অঙ্গীকারকারীদের হেদায়াত দেন না।

দেখুন ৪ ক. ৭৪৯৭; খ. ৫৪৪৮; গ. ৬৪২০।

৭৭০। 'নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহে' বলতে 'নিরবচ্ছিন্ন শাস্তির আবাস' এবং 'পূর্ণ আধ্যাত্মিক আনন্দাবস্থা' বুঝায়। 'বেহেশ্ত', 'বাগান' এর গুণাবলী প্রকাশ করতে কুরআন চারটি গুণবাচক নাম ব্যবহার করেছে: (১) নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহ যেমন আলোচ্য আয়ত, (২) 'চিরস্থায়ী বাসোপযোগী জান্নাতসমূহ' (৩২:২০), (৩) 'চিরস্থায়ী বাগানসমূহ' (৯:৭২) এবং (৪) 'জান্নাতুল ফিরদাউস' সার্বিক বৈশিষ্ট্যময়-বাগান (১৮:১০৮) এসব গুণ-প্রকাশক নাম বিভিন্ন গুণাবলীর প্রতীক এবং বেহেশ্তের ভিন্ন ভিন্ন স্তর প্রকাশকও বটে।

৭৭১। (১) তারা আল্লাহ তাআলার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতো। ওহী-ইলহাম ও আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তি তাদের ভাগ্যে জুটতো এবং জাগতিক উন্নতিতেও তারা এগিয়ে যেত, (২) তারা উপর থেকে সময়মত বৃষ্টি লাভ করতো এবং নিচে পৃথিবীও তাদের জন্য পর্যাপ্ত ফসল উৎপন্ন করতো, (৩) আল্লাহ তাদের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় কল্যাণই নিশ্চিত করতেন।

৭৭২। নবী করীম (সাঃ) আল্লাহ তাআলার বাণী প্রচার করতে কখনো কোন কুর্ষা বা আলস্য দেখিয়েছেন, এ বাক্যটি এ কথা ইঙ্গিত করে না। তিনিতো এ কাজেই দিন-রাত মশগুল থাকতেন। অতএব বাক্যটি একটি সাধারণ নীতি মাত্র বর্ণনা করছে, যে ব্যক্তি একটি বিশেষ বাণীবাহকরণে প্রেরিত হয় সে যদি বাণীটির সবটা না পৌছায় এবং কোন অংশ পৌছাতে ভুলে যায় তাহলে সে প্রকৃত বাণী-বাহকই হতে পারে না।

৭৭৩। এ বাক্যের তাৎপর্য হলো, রসূলে করীম (সাঃ) এর অঙ্গীকারকারী শক্ত চরম চেষ্টা করেও এবং শত রকমের ষড়যন্ত্র করেও তাঁকে হত্যা করতে পারবে না এবং এমনভাবে জখম বা পঙ্কু করতে পারবে না যাতে তিনি স্বীয় কর্তব্য সাধনে অক্ষম হয়ে পড়েন। আল্লাহর নিরাপত্তা-ব্যবস্থা তাঁকে ঘিরে রাখবে।

الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ^{১১}

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابَ أَمْنُوا وَاتَّقُوا
لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخْلَنَاهُمْ
جَنَّتَ النَّعِيمِ^{১২}

وَلَوْ أَنَّهُمْ آتَامُوا التَّوْرِيزَةَ وَلَا نُجِيلَ
وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رِزْقِنَا كَلُوَانِ
فَوْقَهُمْ وَمَنْ تَحْتَ آرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ
أُمَّةٌ مُفْتَصِدَةٌ وَمَكْثُرٌ مِنْهُمْ سَاءَ
مَا يَعْمَلُونَ^{১৩}

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ وَرَاثِ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ
رِسْلَتَهُ وَإِنَّ اللَّهَ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفَّارِينَ^{১৪}

৬৯। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব! তওরাত ও ইন্জীলের (শিক্ষা) এবং তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তা প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তি নেই'^{১১৪}। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা অবশ্যই অনেকেরই ^১বিদ্রোহ ও অস্থীকারকে বাড়িয়ে দিবে। সুতরাং তুমি অস্থীকারকারীদের জন্য আক্ষেপ করো না।

৭০। ^১মু'মিন, ইহুদী, সাবী^{১১৫} এবং খৃষ্টানদের (মাঝে) যে-ই আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে নিশ্চয় তাদের কোন ভয় থাকবে না আর ^১তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

৭১। নিশ্চয় আমরা বনী ইস্রাইলের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তাদের প্রতি অনেক রসূল^{১১৬} পাঠিয়েছিলাম। তাদের কাছে ^১বখনই কোন রসূল এমন কিছু নিয়ে আসতো যা তাদের মনঃপূত হতো না তখনই (তাদের) এক দলকে তারা প্রত্যাখ্যান করতো এবং অন্য এক দলের কঠোর বিরোধিতা করতো।

৭২। আর তারা মনে করেছে, (এর ফলে) কোন বিপর্যয় ঘটবে না। অতএব তারা অঙ্গ ও বধির হয়ে গেল। পরে আল্লাহ তাদের তওবা গ্রহণ করলেন। তবুও তাদের অনেকেই অঙ্গ ও বধিরই রয়ে গেল। আর তারা যা করে আল্লাহ এর পুরোপুরি দ্রষ্ট।

৭৩। যারা বলে, 'নিশ্চয় মসীহ ইবনে মরিয়মই হলো আল্লাহ'^১ তারা অবশ্যই কুফরী করেছে। অথচ মসীহ নিজেই বলেছিল, 'হে বনী ইস্রাইল! ^১তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর যিনি আমারও প্রভু-প্রতিপালক এবং তোমাদেরও

দেখুন : ক. ৫৬৫; খ. ২৯৬৩; ২২৪১৮; গ. ২৯৬৩; ঘ. ২৯৮৮; ঙ. ৪৪১৭২; ৫৪১৮; ৯৩০; চ. ৫৪১১৮; ১৯৪৩৭।

৭৩। সুরা বাকারার ১১৪ আয়াতে ইহুদী ও খৃষ্টানরা পরম্পরকে ভিত্তিহীন বলাতে তাদেরকে ভর্তসনা করা হয়েছে। এখানে এ আয়াতে কুরআন স্বয়ং তাদেরকে 'তোমারে কোন ভিত্তি নেই' বলে বর্ণনা করেছে। তবে এ দু'টি বর্ণনার মাঝে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সুরা বাকারার ১১৪ আয়াতে 'ভিত্তিহীন' বলাটা ছিল শর্তহীন, কিন্তু আলোচ্য আয়াতে 'তোমাদের কোন ভিত্তি নেই' কথাটির সাথে 'তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তা প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত' শর্তটি জুড়ে দেয়া হয়েছে।

৭৩। ১০ নং টীকা দেখুন।

৭৩। এ আয়াতের সঙ্গে ৫: ১৩ তুলনা করলে বা মিলিয়ে দেখলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে এ আয়াতের 'অনেক রসূল' ও ৫: ১৩ তে বর্ণিত ১২ জন নেতা সমার্থক, তাঁরা অভিন্ন।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَشَتَمْتُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىٰ
تُقِيمُوا التَّوْزِيزَ وَالْأَثْجِيلَ وَمَا أُنْزَلَ
إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا
مَّنْهُمْ مَّا أُنْزَلَ لَإِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ
طَغْيَانًا وَ كُفْرًا ۝ فَلَا تَأْسَ عَلَى
الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ^(১)

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَالَّذِينَ هَاجَدُوا
وَالصَّابِرُونَ وَالنَّصْرَاءِ مَنْ أَمْنَ بِالشُّو
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ^(২)

لَقَدْ أَخَذْنَا مِئَاتَ قَبْرَنِيَّ إِرْسَارَ إِيْلَ وَ
أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسْلًا، كُلَّمَا جَاءَهُمْ
رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ، فَرِيقًا
كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتَلُونَ ^(৩)

وَحَسِبُوكُمْ أَلَا تَكُونُ فِتْنَةً فَعَمُوا وَ
صَمُوًا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا
وَصَمُوًا كَثِيرًا مِّنْهُمْ، وَاللَّهُ بِصَيْرَ
بِمَا يَعْمَلُونَ ^(৪)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ
يَبْشِرِيَ رَسَارَ إِيْلَ اغْبُدُوا اللَّهَ رَبِّيَ

প্রভু-প্রতিপালক^{৭৭}। নিশ্চয় যে আল্লাহর শরীক করে তার জন্য আল্লাহ অবশ্যই জান্নাত নিষিদ্ধ করেছেন এবং আগুনই তার ঠাঁই। আর যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

★ ৭৪। যারা বলে, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তিন জনের একজন’^{৭৮} তারা অবশ্যই কুফরী করেছে^{৭৯}। অথচ এক উপাস্য ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আর তারা যা বলছে তারা এথেকে বিরত না হলে তাদের মাঝে যারা অস্বীকার করেছে নিশ্চয় এক যন্ত্রণাদায়ক আয়াব তাদের আঘাত হানবে।

৭৫। তবে কি তারা আল্লাহর কাছে তওবা করবে না এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? অথচ আল্লাহ (তো) অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী^{৭৯}।

★ ৭৬। মরিয়মের পুত্র মসীহ কেবল একজন রসূল। তার পূর্বের সব রসূল অবশ্যই গত হয়ে গেছে। আর তার মা ছিল একজন ‘সিদ্ধীকা’।^{৮০} তারা উভয়েই খাবার খেত^{৮০}। দেখ! কিভাবে আমরা তাদের জন্য নির্দশনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছি। আবার দেখ! তাদেরকে কোন্ দিকে বিপথগামী করা হচ্ছে।

৭৭। তুমি বল,^{৮১} ‘তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার ইবাদত করছ যে তোমাদের কোন অনিষ্ট করতে পারে না এবং কোন উপকারও (করতে পারে) না’^{৮২}। আর আল্লাহই সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

দেখুন : ক. ৪১:৭২; খ. ২১:৯; গ. ৬:৭২; ১০:১০৭; ২১:৬৭; ২২:১৩।

৭৭। ‘আল্লাহই আমারও প্রভু-প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রভু-প্রতিপালক’ এ শিক্ষা যে ঈসা (আঃ) প্রচার করেছিলেন তা বর্তমানের বিকৃত ইংজীল থেকেও স্পষ্ট বুঝা যায় (মথি-৪:১০, লুক-৪:৮)।

৭৭। এ আয়াতে খৃষ্টানদের ‘ত্রিতুবাদ’ এর কথা বলা হয়েছে। এ এক অবোধ্যম বিশ্বাস। খোদা তিনে এক, একে তিন, তিন মিলিয়ে এক-পিতা, পুত্র ও পরিবার্যা-প্রতেকেই সমান ও স্বতন্ত্র খোদা এবং সকলে মিলে একই খোদা-এ ধর্মত জটিল ও অযৌক্তিক। এ ধর্মত ‘নীসিন কাউন্সিল’ (Nicene council) বিশেষত এথেনেসিয়ান ধর্মত (Athenasian Creed) দ্বারা প্রথমে রূপ লাভ করে। এ ত্রিতুবাদই এখন খৃষ্টানদের মূল ধর্ম-বিশ্বাস।

৭৭। মানুষের মুক্তি বা পাপ-মুক্তির জন্য কোন প্রতিনিধির কুরবানী করা প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ তাআলাই সকল পাপ ক্ষমা করতে পারেন। যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে অনুতঙ্গ হনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে-ই ক্ষমা আকর্ষণ করে এবং ক্ষমা পায়।

৭৮। ঈসার ‘ঈশ্বরত্বে’ বিশ্বাস এক অলীক ধারণা। এ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি যুক্তি দেয়া হয়েছে : (ক) ঈসা (আঃ) আল্লাহর অন্যান্য রসূল থেকে কোনোরূপ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন না, (খ) তিনি মাত্-গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন, (গ) অন্যান্য সব মানুষের মত তিনিও প্রাকৃতিক ক্ষুধা-ত্রুণার নিয়মাধীন ছিলেন। প্রকৃতির যতসব নিয়ম-কানুন মানুষের জন্য প্রযোজ্য এর সবকিছুই ঈসা (আঃ) এর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। ঈসা (আঃ) এর একটিরও উর্ধ্বে ছিলেন না।

৭৮। নিজ খেয়াল খুশীমত ভাল বা মন্দ করার কোন ক্ষমতাও ঈসা (আঃ) এর ছিল না। তিনি মানুষের দোয়া করুল করতে পারতেন না। তিনি মানুষের সর্বপ্রকার প্রয়োজন সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন না এবং তা পূরণ করতেও পারতেন না। এ সব কিছুতেই অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার।

وَرَبِّكُمْ دِرَّةٌ مِّنْ يُشْرِكُ بِإِيمَانِهِ فَقَدْ
حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا أُولَئِكَ
النَّارُوْدُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ آثَارٍ^{৮৩}

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَاتَلُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ
ثَلَاثَةٍ . وَمَا مِنْ رَّأَيْهُ إِلَّا لَهُ وَاحِدٌ دُوَّيْ
إِنَّ لَهُمْ يَنْتَهُمُ أَعْمَّا يَقُولُونَ لَيَمْسَنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ^{৮৪}

أَفَلَا يَتَبَوَّءُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ^{৮৫}

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ لَا رَسُولٌ^{৮৬}
خَلَقَ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ^{৮৭} وَأُمَّةٌ
صِدِّيقَةٌ^{৮৮} كَانَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ^{৮৯} أُنْظُرُ
كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْأَبْيَتِ^{৯০} ثُمَّ أَنْظُرُ
يُؤْفَكُونَ^{৯১}

فُلَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوَّنِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ
لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا^{৯২} وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ^{৯৩}

১০
[১১]
১৪

৭৮। তুমি বল, ‘তে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের ধর্মের ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করো না এবং এমন জাতির কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না যারা ইতোপূর্বে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং আরও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। আর তারা সোজা পথ থেকে সরে গেছে।

৭৯। বনী ইস্রাইলের মাঝে যারা অস্বীকার করেছে তাদের ওপর দাউদ ও ঈসা ইবনে মরিয়মের মুখ দিয়ে ‘অভিসম্পাত করা হয়েছে’^{৭৮২}। এটা হয়েছিল তাদের ক্রমাগত অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের কারণে।

★ ৮০। তারা যেসব অন্যায় করতো তা থেকে ‘তারা একে অন্যকে বারণ করতো না’^{৭৮৩}। তারা যা করতো নিশ্চয় তা খুবই মন্দ।

৮১। তুমি তাদের অনেককে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে দেখবে। তারা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য যা অর্জন করেছে তা নিশ্চয় অত্যন্ত মন্দ। ফলে ‘আল্লাহ’ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তারা দীর্ঘকাল আশাবে থাকবে।

৮২। আর তারা যদি আল্লাহতে, এ নবীর^{৭৮৪} প্রতি এবং যা তার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে স্বীকৃত আনতো তাহলে তারা এ (কাফিরদের) বন্ধু বানাতো না। কিন্তু তাদের অধিকাংশ দুর্কর্মপরায়ণ।

দেখুন : ক. ৪৪১৭২; খ. ৩৪৮৮; ৪৪৮৮; গ. ৫৪৬৪; ঘ. ৩৪১৬৩।

৭৮২। ইস্রাইলী নবীদের মাঝে দাউদ (আঃ) ও ঈসা (আঃ) ইহুদীদের হাতে সর্বাপেক্ষা বেশি নির্যাতিত হয়েছিলেন। ঈসা (আঃ) এর প্রতি তাদের অত্যাচার এমন চরম পর্যায়ে পৌছেছিল যে তারা তাকে দ্রুশে পর্যন্ত ঝুলিয়েছিল। দাউদ (আঃ) কে তারা কত বীভৎস যন্ত্রণা দিয়েছিল তা দাউদ (আঃ) এর বেদনা ভারাক্রান্ত, মর্মস্পর্শী গীতসংহিতাতে বর্ণিত রয়েছে। দুঃসহ বেদনা থেকে উত্তুত তাঁদের উভয়ের হৃদয়-নিংড়ানো দীর্ঘশ্বাস ইহুদীদের অভিশঙ্গ করেছে। দাউদের অভিশাপের কারণে বনী ইস্রাইল ব্যাবিলন স্ত্রাট নবুখদ নিংসর কর্তৃক শাস্তি পেয়েছিল। সে খঃ পৃঃ ৫৫৬ সনে জেরুয়ালেম ধ্বস করে বনী ইস্রাইলকে বন্দী করে নিয়ে যায় আর ঈসা (আঃ) এর অভিশাপে তারা রোমান স্মাট টাইটাসের আক্রমণের সম্মুখীন হয়। সে ৭০ খ্রিস্টাব্দে জেরুয়ালেম দখল করে শহরটিকে ধ্বস করে এবং ইহুদীদের উপসনালয়ে সবচেয়ে ঘৃণিত প্রাণী শূকর বলি দেয়।

৭৮৩। ইহুদীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাতের অন্যতম কারণ হলো তাদের ব্যাপক দুর্নীতি এবং দুষ্কৃতির ব্যাপারে পরম্পরাকে বারণ করার কোন লোকই ছিল না।

৭৮৪। এ আয়াতে উল্লেখিত ‘আল্লাহর নবী’ দ্বারা মহানবীকে বুঝিয়েছে। কেননা কুরআনে যেখানেই ‘আল্লাহর নবী’ বলা হয়েছে, সেখানেই বিনা ব্যতিক্রমে নবী করীম (সাঃ)কে বুঝিয়েছে। এমন কি ইন্জীল মহানবী (সাঃ)কে ‘সেই নবী’ বলে উল্লেখ করেছে (যোহন ১৪:২১,২৫), অর্থাৎ ‘সেই নবী’ যার আগমনের কথা দ্বিতীয় বিবরণ ১৪:১৮ তে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে বর্ণিত রয়েছে।

قُلْ آيَاهُلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُبُوا فِي دِينِكُمْ
غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَنْتَهِيَّا أَهْوَاءَ قَوْمٍ
قَدْ ضَلَّلُوا مِنْ قَبْلِ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَ
ضَلَّلُوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ⑥

لُعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَيْنِ إِشْرَاعِيَّ
عَلَى لِسَانِيْ دَاؤَدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا كَانُوا يَعْتَدُونَ ④

كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ
لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ⑥

تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَلَيْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ
آنفُسُهُمْ أَنْ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي
الْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ⑥

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ يَا لِلَّهِ وَالنَّبِيِّ
مَا أُنْزَلَ لِلَّهِ مَا تَحْذَّذُ وَهُمْ أَذْلِيَّةٌ
لِكُنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فِسْقُونَ ⑥

৮৩। তুমি মু'মিনদের প্রতি শক্রতার ক্ষেত্রে নিশ্চয় ইহুদীদেরকে এবং মুশরিকদেরকে সবচেয়ে বেশি কঠোর দেখতে পাবে। আর যারা বলে, 'নিশ্চয় আমরা খৃষ্টান', তুমি তাদেরকে মু'মিনদের প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিকটবর্তী দেখবে। এর কারণ হলো তাদের মাঝে কিছু ধর্মীয় পদ্ধতি^{৭৮৫} ও কিছু সংসারত্যাগী সাধু^{৭৮৬} রয়েছে। আর (এর আরো কারণ হলো) তারা অহংকার করে না^{৭৮৭}।

৮৪। আর এ রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তারা যখন তা শুনে তখন সত্যকে চিনতে পারার দরক্ষ তুমি তাদের চোখ দিয়ে অশ্র^{৭৮৮} বেয়ে পড়তে দেখবে। তারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত কর।'

৮৫। আর আমাদের প্রভু-প্রতিপালক যেন আমাদের সৎকর্মশীল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন - 'আমাদের এ আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও আমাদের কী হয়েছে, আমরা কেন আল্লাহতে ও আমাদের কাছে সমাগত সত্যে ঈমান আনবো না?

দেখুন ৪ ক. ৩৪৫৪, ১৯৪; খ. ২৬৪৫২।

৭৮৫। 'ক্রিস্টীয়াস' অর্থ খৃষ্টানদের মাঝে যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে পণ্ডিত, খৃষ্টান জ্ঞানী ব্যক্তি যিনি জ্ঞান সাধনা করে বহু জ্ঞান লাভ করেছেন, খুব জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি (লেইন)।

৭৮৬। 'রোহবান' রাহিবের বহুবচন। রাহিব অর্থ সন্ন্যাসী, খৃষ্টান তাপস, সংসার ত্যাগী ধর্মসাধক, যে ব্যক্তি ভজ্জ্বা কিংবা ধর্মমন্দিরে ধর্মের সেবায় জীবন অতিবাহিত করে (লেইন)।

৭৮৭। এ বাক্যটি কেবল মহানবী (সাঃ) এর সময়ের জন্য প্রযোজ্য। খৃষ্টানদের এ সংজ্ঞার চিরস্থায়ী থাকার কথা ছিল না। কুরআন অন্যস্থলে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিয়েছে, এক সময়ে খৃষ্টানেরা তাদেরকে চারদিক থেকে আক্রমণ করবে এবং মুসলমানেরা তাদের হাতে সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে (২১:৯৭)। হাদীসেও এমন ভবিষ্যত্বাণী রয়েছে। ইতিহাস এ অর্থ ও ব্যাখ্যার সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। আবিসিনীয়ার খৃষ্টান বাদশা নাজাশী মুসলমান মুহাজিরদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। মিশেরের খৃষ্টান শাসনকর্তা মুকাওকিস নবী করীম (সাঃ)কে উপটোকন পাঠিয়েছিলেন। বিনয় ছিল সে সময়ের খৃষ্টানদের এক অমূল্য ভূষণ। নবী করীম (সাঃ) এর প্রেরিত পত্র রোমের খৃষ্টান সন্ত্রাট হিরাক্লিয়াস কীভাবে সম্মানের সাথে গ্রহণ করেছিলেন এবং একইভাবে লিখিত নবী করীম (সাঃ) এর পত্র পৌত্রলিক পারস্য সন্ত্রাট (খসরু) কীভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছিল, তা তুলনা করলেই খৃষ্টানদের সে কালের মানসিক উৎকর্ষ পরিষ্কৃত হয়ে ওঠে।

৭৮৮। সমসাময়িক জ্ঞানী-গুণী খৃষ্টানদের কথা এখানে বলা হলেও এ আয়াতটি নাজাশীর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োগ করা যায়। আবিসিনীয়ায় আশ্রয় নেয়ার জন্য গমনকারী মুসলমানদের মুখ্যপাত্র রসূলে করীম (সাঃ) এর চাচাত ভাই জা'ফর (রাঃ) যখন সুরা মরিয়মের প্রথম কয়েকটা আয়াত নাজাশীকে পড়ে শুনালেন তখন নাজাশীর গাল বেয়ে অশ্রু গড়াতে লাগলো এবং তিনি আবেগ-জড়িত কঢ়ে বলতে লাগলেন, ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে তার বিশ্বাসও ঠিক অনুরূপ। তিনি ঈসা (আঃ)কে এর চাইতে তিল পরিমাণেও বেশি কিছু মনে করেন না (হিশাম)।

لَتَجْدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَادَةً لِّلَّذِينَ
أَمْنُوا إِلَيْهُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا هُوَ
لَتَجْدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوْدَةً لِّلَّذِينَ
أَمْنُوا إِلَيْهِمْ قَالُوا إِنَّا نَصْرٍ بِهِ
يَا أَنَّ مِنْهُمْ قِسْئِيْسِيْنَ وَذُبْهَانَأَنَّهُمْ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿৩﴾

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا
الرَّسُولُ لَتَرَى أَغْيَثْتُهُمْ تَفْيِضُ مِنَ
الدَّمْعِ بِمَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ
رَبَّنَا أَمَّا فَآتَنَا مَعَ الشَّهِيدِينَ ﴿৪﴾

وَمَا كَنَّا لَا نُؤْمِنُ بِإِلَهٍ وَمَا جَاءَنَا
مِنَ الْحَقِّ وَنَطَمْعُ أَنْ يُذْخِلَنَا رَبِّنَا
مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿৫﴾

৮৬। সুতরাং ^٤ তাদের এ কথা বলার দরজন আল্লাহ্ তাদেরকে এমন সব জান্নাত দান করলেন যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এই হলো সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান।

১১ [৯] ৮৭। আর ^٥ যারা অস্বীকার করেছে এবং আমাদের আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে এরাই জাহানামী।

৮৮। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সেই ^৬ পবিত্র বস্তুকে হারাম করো না যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং তোমরা সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

৮৯। আর ^৭ আল্লাহ্ তোমাদের যে রিয়ক দিয়েছেন তা থেকে তোমরা হালাল ও উন্নম জিনিষ খাও এবং সেই আল্লাহ্ তাকওয়া অবলম্বন কর, যার প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ।

৯০। তোমাদের নির্বর্থক ^৮ কসমের^৯ জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে শান্তি দিবেন না। কিন্তু তোমরা কসম খেয়ে যে প্রতিজ্ঞা করেছ তা ভঙ্গের জন্য তোমাদের শান্তি দিবেন। সুতরাং এর প্রায়শিত্ব হলো দশজন অভাবীকে মাঝারি ধরনের^{১০} খাবার খাওয়ানো যা তোমরা তোমাদের পরিবারপরিজনকে খাইয়ে থাক অথবা তাদেরকে বন্ধ প্রদান করা অথবা একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেয়া। কিন্তু যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিনি দিনের রোধা (রাখা বিধেয়)। এ হলো তোমাদের কসম খেয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের প্রায়শিত্ব। আর তোমরা কসমের মর্যাদা রক্ষা করো। আল্লাহ্ এভাবেই তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

فَأَثَا بِهِمْ أَنَّهُ يَمَا قَالُوا جَنَّتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا نَهْرٌ خَلِدٌ بَيْنَ فِيهَا وَ
ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ^{১১}

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلَيُكَفَّرُ
أَضْحِبُ الْجَنَّةِ ^{১২}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُعَزِّزُ مُؤْلِفِي
مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تُعَنِّدُوا إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ ^{১৩}

وَلَكُمْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اللَّهُ حَلَلَ طَيْبَاتٌ
إِنَّمَا تَنْهَا اللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ^{১৪}

لَا يُؤَاخِذُ كُمْ أَنَّهُ بِالْمَغْوِرِيَّةِ أَيْمَانَكُمْ
وَلِكِنْ يُؤَاخِذُ كُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ لَا يَمَانَ
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسِكِينَ مِنْ
آوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيَّكُمْ أَوْ كِشْوَهُمْ
أَوْ تَخْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصَيَّامُ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا
حَلَفْتُمْ وَأَخْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتَمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكِرُونَ ^{১৫}

দেখুন : ক. ২৪২৬; খ. ৫৪৭; ৬৪৫০; ৭৪৩৭; ২২৪৫৮; গ. ১০৪৬০; ঘ. ২৪১৬৯; ৮৪৭০; ১৬৪১১৫; ঙ. ২৪২২৬।

৭৮৯। শরীয়ত বিরোধী কসম বাতুলতা মাত্র।

৭৯০। ‘আওসাত’ অর্থ মধ্যমও বুঝায়, উন্নমও বুঝায়।

★ ৯১। হে যারা ঈমান এনেছ! নিশ্য মাদক দ্রব্য, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য-নির্ধারণী তীর হলো অপবিত্র (ও) শয়তানী কার্যকলাপ। অতএব তোমরা এগুলো থেকে একেবারে দূরে থাক যেন তোমরা সফল হতে পার।

★ ৯২। মাদক দ্রব্য ও জুয়ার মাধ্যমে শয়তান তোমাদের মাঝে কেবল শক্রতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহকে স্মরণ করা থেকে ও নামায থেকে তোমাদের বিরত রাখতে চায়^{৭৯০-ক}। অতএব তোমরা কি (এ সব থেকে) বিরত হবে?

৯৩। সুতরাং^গ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, এ রসূলের আনুগত্য কর এবং (অবাধ্যতা থেকে) সাবধান থাক। আর তোমরা ফিরে গেলে জেনে রাখ শুধুমাত্র স্পষ্টভাবে বাণী পৌছানোই আমাদের রসূলের দায়িত্ব।

১২
[৭]
২

৯৪। যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা যা খায় এতে তাদের কোন পাপ হবে না। তবে (শর্ত হলো) তারা যেন তাকওয়া অবলম্বন করে, ঈমান আনে, সৎ কাজ করে (এবং) এরপরও তারা যেন তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমান আনে। আবারও যেন তারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং অনুগ্রহ করে^{৭৯১}। আর আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন।

দেখুন : ক. ২৪২২০; ৫৯২; খ. ৫৪৪; গ. ৩৪১৩৩; ৪৪৭০; ৬৪১৩; ঘ. ৫৪১০০; ১৬৪৮৩; ৩৬৪১৮; ৬৪১৩।

৭৯০-ক। পূর্ববর্তী আয়াতে চারটি ঘৃণিত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর চারটিই একভাবে না হয় অন্যভাবে জঘন্য। এ আয়াতে এদের দুটির পুনরালোচন করা হয়েছে যথা-মদ ও জুয়া। এ দুটোর বিরুদ্ধে অতিরিক্ত যুক্তি দেয়া হয়েছে। রাজনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মনৈতিক ভিত্তির উপর এ যুক্তিগুলো প্রতিষ্ঠিত। 'শক্রতা, ঘৃণা, আল্লাহকে স্মরণ করা (যিক্র) ও নামায থেকে বিরত রাখা' এ শব্দগুলো উপরোক্ত যুক্তিগুলোর যথার্থতা প্রকাশ পায়।

৭৯১। এ আয়াত থেকে দুটি আবশ্যিকীয় নীতি বেরিয়ে আসেঃ (১) এ জগতের উপকরণ যেহেতু মানুষের উপকার ও ব্যবহারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সেহেতু সাধারণ নিয়মে এগুলো পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। নিষিদ্ধ জিমিষগুলো কেবল ব্যতিক্রম মাত্র, (২) পবিত্র ও বিশুদ্ধ খাদ্য-বস্তু যেমন মানুষের নৈতিক গুণাবলীর উপর সু-প্রভাব ছড়ায় তেমনি অপবিত্র ও অপরিষ্কার খাদ্য-বস্তু মন্দ প্রভাব বিস্তার করে।

আয়াতটিতে আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি স্তরও বর্ণিত হয়েছেঃ প্রথম স্তরে মু'মিন আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে মু'মিন ভয় করে ও বিশ্বাস করে, তবে এ স্তরে তার বিশ্বাস এত দৃঢ় হয় যে সৎকাজ তার ঈমানের অঙ্গ হয়ে যায়। তৃতীয় স্তরে তারা আল্লাহকে এমনভাবে ভয় করে এবং মানবের উপকার করে যেন তারা আল্লাহকে দেখেছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْمَا الْحَمْرُ وَ
الْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ كَعَلَّمُ
نُفَلِّهُونَ ④

إِذْمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُؤْقَعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرَ وَالْمَيْسِرَ
يَصْدَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الْصَّلَاةِ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُمْتَهِنُونَ ④

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَاحْذَرُوا إِذْمَا فَإِنْ تَوَلَّتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى
رَسُولِنَا الْبَلَغُ الْمُعِينُ ④

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعْمُوا إِذَا مَا
اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ ثُمَّ
اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَآخْسَنُوا وَ
اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ⑤

৯৫। হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্ অবশ্যই এমন কিছু শিকারের প্রাণীর মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করবেন যা তোমাদের হাত ও তোমাদের বর্ণার নাগালে থাকবে, যাতে আল্লাহ্ সেইসব লোককে (স্বতন্ত্রভাবে) প্রকাশ করে দেন যারা তাঁকে নিভৃতে^{১৯২} ভয় করে। কিন্তু এরপরও যে সীমালজ্ঞ করবে তার জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক আয়াব।

৯৬। হে যারা ঈমান এনেছ! ^খ তোমরা ইহুরাম বাঁধা অবস্থায় শিকারের জন্ম হত্যা করো না। আর তোমাদের কেউ জেনেশনে তা হত্যা করলে এর শাস্তিস্বরূপ যে গবাদি পশু সে হত্যা করেছে তোমাদের দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিতব্য সে ধরনের একটি কুরবানীর পশু কা'বায় পৌছাতে হবে। অন্যথায় এর ‘কাফ্ফারা’ হবে কয়েকজন অভাবীকে খাবার খাওয়ানো অথবা এর সমসংখ্যক রোয়া (রাখা) যাতে সে তার কৃতকর্মের কুফল ভোগ করে। অতীতে^খ যা হয়েছে আল্লাহ্ তা মার্জনা করেছেন। কিন্তু যে পুনরাবৃত্তি করবে আল্লাহ্ তাকে তার অপরাধের শাস্তি দিবেন। আর আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী (ও) প্রতিশোধগ্রহণকারী।

৯৭। তোমাদের ও মুসাফিরদের কল্যাণার্থে তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার^{১৯৩} এবং তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে। আর ^খ যতক্ষণ তোমরা ইহুরাম বাঁধা অবস্থায় থাক স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। আর তোমরা সেই আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাঁর সমীপে তোমাদের একত্র করা হবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ
يُشَيِّعُ مِنَ الصَّيْدِ تَنَاهُّ أَيُّهُ يُكْفِرُ
رِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَغْافِلُ
بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَبَدِيٌّ^{১৯৪}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
وَأَئْتُمُوهُ رُحْمًا وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَدِّدًا
فَجَزَاءُهُ مِثْلُ مَا قَاتَلَ مِنَ النَّعْمَ إِنَّهُمْ
بِهِ ذَوَا عَذَلٍ مِّنْكُمْ هَذِيَا يُلْغَى
الْكَعْبَةُ أَوْ كَفَارَةً طَعَامُ مَسِكِينٍ أَوْ
عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا مَّا تَيَّدُ وَقَ وَبَالْأَمْرِ
عَفْفًا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمْ
اللَّهُ مُنْهُ دَوَّالَلَهُ عَزِيزٌ دُوَّالَتِقَاءٌ^{১৯৫}

أَيْلَى لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ طَعَامٌ مَّتَاعًا
لَكُمْ وَلِلشَّيْءِ أَدْرَقَ وَ حُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدٌ
الْبَرِّ مَادُ مُتَمْ حُرْمًا وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ^{১৯৬}

দেখুন : ক. ৫৭:২৬; খ. ৫৮:২,৯৭; গ. ৪৮:২৪; ঘ. ৫৮:২,৯৬।

৭৯২। সাধারণত জঙ্গলে একা অবস্থায় শিকার করা হয়। এ সময়ে আল্লাহর বিধান যদি কেউ লজ্জন করে তখন আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তা দেখতে পায় না। তাই আল্লাহ-ভীতির ব্যাপারে শিকারকে প্রকৃষ্ট উদাহরণরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে যেসব নির্দেশনামা দেয়া হয়েছে তার সূচনারূপেও এর অবতারণা যুক্ত-যুক্ত।

৭৯৩। ‘বাহরুন্ন’ শব্দটি দ্বারা নদী, স্নোতস্বীণী, হৃদ, বিল, খাল, জলাশয়, পুকুর ইত্যাদি সব কিছুকেই বুঝায়। দেখুন ৭:১৩৯।

১৮। আল্লাহ^{كَ}সমানিত কা'বা ঘরকে মানবজাতির জন্য চিরস্থায়ী উন্নতির মাধ্যম^{١٩٤} করেছেন। এ ছাড়া সমানিত মাস, কুরবানীর পশু এবং^{كَ}কুরবানীর চিহ্ন বহনকারী পশুগুলোকেও (উন্নতির মাধ্যম করেছেন)। এর উদ্দেশ্য হলো, তোমরা যেন জানতে পার আকাশসমূহে যা আছে ও পৃথিবীতে যা আছে নিশ্চয় আল্লাহ^{كَ}তা ভাল করেই জানেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ^{كَ}সব বিষয়ে পুরোপুরি অবগত।

১৯। ^جেনে রাখ, আল্লাহ^{كَ}অবশ্যই কঠোর শাস্তিদাতা। আর (এও জেনে রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ^{كَ}অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

১০০। ভালভাবে^{كَ}বাণী পৌছানোই এ রসূলের দায়িত্ব। তোমরা যা^{كَ}প্রকাশ কর এবং তোমরা যা গোপন কর আল্লাহ^{كَ}তা জানেন।

১০১। তুমি বল, ‘অপবিত্রে ছড়াচড়ি তোমাকে যতই মুঞ্চ করুক^{كَ}অপবিত্র ও পবিত্র কখনোই সমান নয়’^{١٩٥}। অতএব হে [৭] বুদ্ধিমানেরা! তোমরা আল্লাহ^{كَ}র তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফল হতে পার।

১০২। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা এমন সব বিষয়ে^{كَ}প্রশ্ন করো না, যা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হলে তা তোমাদের কষ্টের কারণ হবে^{١٩٦}।★ আর কুরআন অবর্তীণ করাকালীন সময়ে তোমরা সেইসব বিষয়ে প্রশ্ন করলে তা তোমাদের জন্য প্রকাশ করে দেয়া হবে। আল্লাহ^{كَ}(কৃপাবশত) সেগুলো উপেক্ষা করেছেন। আর আল্লাহ^{كَ}অতি ক্ষমাশীল (ও) পরম সহিষ্ণু।

দেখুন : ক. ২৪১২৬; ৩৪৯৭, ১৯৮; খ. ৫৪৩; গ. ১৫৪৫০, ৫১; ঘ. ১৬৪৮৩; ৩৬৪১৮; ৬৪৪১৩; ঙ. ২৪৭৮; ৬৪৪; ১১৪৬; ১৬৪২০ ; চ. ২৪২৬৮ ছ. ২৪১০৯।

৭৯৪। মুসলিমানদের উন্নতি ও অগ্রগতির চিহ্নস্বরূপ কা'বার হজ্জকে আল্লাহ^نনির্ধারিত করেছেন। যতদিন পর্যন্ত তারা হজ্জব্রত পালন করে চলবে ততদিন আল্লাহ^نতাআলার অনুগ্রহ তাদের উপর বর্ষিত হবে। হজ্জ মানুষের দৈহিক জীবিকা অর্জনেরও একটি প্রকৃষ্ট উপায়। লাখ-লাখ মুসলিমান প্রতি বৎসর কা'বায় হজ্জ করতে আসেন। এটা মকাবাসীদের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিশ্বমানবের কল্যাণও এ প্রতিশ্রূতির আওতায় রাখা হয়েছে। ‘কিয়াম’ দ্বারা এও বুবায় যে এ শিক্ষা (নির্দেশ) চিরস্থায়ী, কখনো অবসান হবার নয়।

৭৯৫। স্বাভাবিক নিয়মে মানুষ পরিপূর্ণ অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অপরের অনুসরণ ও অনুকরণ করে থাকে, বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠদের অনুকরণ করে। এ আয়াত সংখ্যাগরিষ্ঠের অঙ্ক ও বিবেচনাহীন অনুকরণের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিচ্ছে।

৭৯৬। ইসলামী শরীয়তের তিনটি মৌলিক ভিত্তি : (১) কুরআনে অবর্তীণ আইন, (২) রসূলে পাক (সাঃ) এর সুন্নাহ^و বা জীবনের কার্যধারা এবং (৩) আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশমালা যা নবী করীম (সাঃ) এর সহাই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান উপরোক্ত মূল তিনটি ভিত্তির উপর রাচিত আইনের মাঝেই পাওয়া যায়। কিন্তু ছেট-খাটো বিস্তারিত বিবরণাদি ও খুঁটিনাটি বিষয়াদি মৌলিক আইনের আলোকে যাচাই করে নির্ধারিত করার ভার মানুষের বিবেক-বুদ্ধির উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সেইসব খুঁটিনাটির কথাই এ আয়াতে বলা হয়েছে।

★যুমিনদের জন্য আল্লাহ^{كَ}কর্তৃক নির্ধারিত কার্যক্রম তাদেরকে কষ্টে ফেলার উদ্দেশ্যে নয়। তথাপি আল্লাহ^{كَ}দয়াপরবশ হয়ে পুজ্জনাগুপ্তকরণে নির্দেশনা দিতে চান না যাতে তাদের মাঝে কারো কারো জন্যে এটা পালন করা কঠিন না হয়ে দাঁড়ায় আর তারা অহেতুক অসুবিধার সন্মুখীন না হয়। [(মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ
قِيمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَةَ وَ
الْقَلَائِيدَ، ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ
اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^{١٩٧}

إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَرِيكُ الْعِقَابِ وَأَنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ^{١٩٨}

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُهُ وَإِنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا تَبْدِي وَمَا تَكْتُمُ^{١٩٩}

فُلَّا يَسْتَوِي الْخَيْرُ وَالْطَّيْبُ وَلَوْ
أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَيْرِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ
يَأْوِي إِلَيْهِ الْأَنْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ^{٢٠٠}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْكُنُوا عَنْ
آشْيَاءِ رَغْبَتُكُمْ تُبَدِّلَهُمْ وَإِنَّ
تَسْكُنُوا عَنْهَا جِئْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ
تُبَدِّلَهُمْ عَفَانَ اللَّهُ عَنْهَا وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
حَلِيمٌ^{٢٠١}

১০৩। তোমাদের পূর্বেও একজাতি এসব বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল। (উভর পাওয়ার পর) আবার তারাই এসবের অঙ্গীকারকারী হয়ে গিয়েছিল^{৭৯৭}।

★ ১০৪। আল্লাহ কোন ‘বাহীরাহ’,^{৭৯৮} ‘সায়েবাহ’,^{৭৯৮-ক} ‘ওয়াসীলাহ’,^{৭৯৮-খ} ও ‘হাম’,^{৭৯৮-গ} নির্ধারণ করেননি। কিন্তু যারা অঙ্গীকার করেছে তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে থাকে। আর তাদের অধিকাংশই বুদ্ধিবিবেক খাটায় না।^{৭৯৮-ঘ}

১০৫। আর তাদের যখন বলা হয়, ‘আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন এর দিকে এবং এ রসূলের দিকে আস’ তারা বলে, ‘আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে যে ধারায় দেখতে পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।’ পূর্বপুরুষরা যদি অজ্ঞ হয়ে থাকে এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত না হয়ে থাকে তবুও (কি তারা হঠকারিতা করবে)?

দেখুন : ক. ২৪১০৯ ; খ. ৬৪১৩৭।

৭৯৭। অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি বিষয়ে অধিক প্রশ্ন করা কিংবা এ সব বিষয়ে আইন অব্যবহৃত করা প্রশ্নকারীর জন্য সাধারণত ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। এতে তার বিচার-বিবেচনা দমিত হয়ে পড়ে এবং এটা তাকে অপ্রয়োজনীয় ও বিরক্তিকর আদেশের আওতায় বেঁধে ফেলে। বনী ইসরাইল মূসা (আঃ) এর কাছে এরূপ অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করতো। ফল দাঁড়িয়েছিল, তারা নিজেদেরকেই অসুবিধায় ফেলেছিল এবং বিশদভাবে বর্ণিত খুঁটিনাটি সবকিছু সম্পাদন করতে না পেরে ধীরে ধীরে আল্লাহর নির্দেশমালাকেও অমান্য করতে শুরু করেছিল (২৪১০৯)।

৭৯৮। ‘বাহীরাহ’—যে উট্নী সাতটি পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করতো। পৌত্রলিক আরবরা তার কান ছেদ করে মুক্তভাবে বিচরণের জন্য ছেড়ে দিত এবং বাধাহীনভাবে সে যেখানে ইচ্ছা চরে বেড়াতো। এরূপ উট্নীকে ‘বাহীরাহ’ বলা হতো। একে কোন দেবতার নামে ছেড়ে দেয়া হতো। এর পিঠে কেউ ঢেকতো না এবং এর দুধও কেউ পান করতো না।

৭৯৮-ক। পাঁচ বাচ্চার জন্মাত্রী উট্নীকে মুক্তভাবে খাদ্য-পানীয় গ্রহণের জন্য ছেড়ে দেয়া হতো। একে বলা হতো ‘সায়েবাহ’।

৭৯৮-খ। ‘ওয়াসীলাহ’—দেবতার নামে উৎসর্গীত উট্নী যা পর পর সাতটি মাদী-বাচ্চার মা, এরূপ মুক্ত উট্নী (ভেঁড়ী বা বক্রী) কে ওয়াসীলাহ নাম দেয়া হতো। সঙ্গে প্রসবে একটি পুরুষ-বাচ্চা ও একটি স্ত্রী-বাচ্চা হলেও সেটি সম্পূর্ণ মুক্তভাবে চরে বেড়াতে পারতো।

৭৯৮-গ। ‘হাম’—সাতবাচ্চার পিতা-উট্কে ‘হাম’ বলা হতো। এরা মুক্তভাবে খাদ্য-পানীয়ের অধিকারী। এদেরকে বোঝা বা মানুষ বহনের কাজে ব্যবহার করা হতো না।

৭৯৮-ঘ। ★[খুঁটিনাট ও বিস্তারিত স্বল্প-প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ব্যাপারে মানুষ নিজের বিচার-বিবেচনা খাটিয়ে আইনকানুন প্রণয়ন করতে পারে। এ আয়াতে বলা হচ্ছে, এ বিচার-বিবেচনা খাটনের অধিকার মৌলিক বিষয়াদিতে প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা মৌলিক বিষয়ে এক্যমত থাকা একান্ত আবশ্যক। তা না হলে ভিন্ন ভিন্ন মতামত সৃষ্টি হয়ে গুরুতর ক্ষতি হবে। আয়াতটি উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে মৌলিক বিষয়ে আইনবিধি রচনা করার জন্য মানুষের সীমিত বুদ্ধিমত্তার ওপর নির্ভর করা যেতে পারে না। আরবরা তাদের দেবতাকে সন্তুষ্ট করার মানসে তাদের গৃহপালিত পশুকে মুক্ত করে ছেড়ে দিত যাতে তারা যত্নে চলাফেরা ও পানাহার করতে পারে। এটা ছিল তাদের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারজনিত কুপথ। এ পশ্চাৎ বা আচরণ ছিল একান্তই অর্থহীন ও নির্বোধ। পশুগুলো যে দিকে যেত ক্ষয়ক্ষতি করে যেত। মানবসৃষ্টি আইনের যে কত ত্রুটিবিচ্ছুতি থাকতে পারে, এ উদাহরণ দ্বারা কুরআন তা বুঝিয়ে দিয়েছে। খৃষ্টানেরা বলে, ‘শরীয়ত এক অভিশাপ’। কুরআন তাদেরকে ছুশিয়ার করে বলছে, তারা যেন আরবদের পশুমুক্তির উদাহরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। আরববাসীদের সঠিক পথে চালনার জন্য পৌত্রলিক কোনও ঐশ্বী শরীয়ত ছিল না বলেই তারা এরূপ নীতিবিগ্রহিত কাজে লিপ্ত হয়েছিল এবং তাদের বুদ্ধিবৈকল্য ঘটেছিল। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক প্রদত্ত টিকা দ্রষ্টব্য)]

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ
أَصْبَحُوا بِمَا كَفَرُوا نَعَمْ^{১৩}

مَاجَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٌ
وَلَا وَصِيلَةٌ وَّلَا حَامِيٌّ وَلِكِنَّ الظَّيْنَ
كَفَرُوا يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْحَذَبَ وَ
كُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ^{১৪}

وَإِذَا أَقْتَلَ لَهُمْ تَعَالَى لَوْا إِلَى مَا آتَزَلَ اللَّهُ
وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسِبْنَا مَا وَجَدْنَا^{১৫}
عَلَيْهِ أَبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ^{১৬}

- ★ ১০৬। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদের নিরাপত্তা বিধান কর। তোমরা সঠিক পথে থাকলে^{৭৯৯} ক্ষে বিপথগামী হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে। তোমরা যা করতে সে বিষয়ে তখন তিনি তোমাদের অবহিত করবেন।

১০৭। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় এসে গেলে (তার) ওসীয়ত (অর্থাৎ উইল) করার সময় তোমাদের মাঝে সাক্ষ্যরূপে নিজেদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি (সাক্ষী হিসাবে) নিযুক্ত করা আবশ্যিক। তবে দেশে সফররত থাকাকালে তোমাদের ওপর মৃত্যুর বিপদ ঘনিয়ে এলে নিজেদের লোকদের পরিবর্তে বাইরের দু'জনকে সাক্ষী রাখতে পার^{৮০০}। তোমরা নামায়ের পর উভয়কে আটকে রাখবে^{৮০১}। তোমরা (তাদের সাক্ষ্য সম্বন্ধে) সন্দেহ করলে তারা আল্লাহর কসম খেয়ে বলবে, ‘আমরা এ (সাক্ষ্যের) বিনিময়ে কোন মূল্য নিব না, (এর কোন পক্ষ আমাদের) নিকটাত্ত্বায় হলেও (নিব না)। আর খ'আমরা আল্লাহ-নির্ধারিত সাক্ষ্য গোপন করবো না। এমনটি করলে নিশ্চয় আমরা পাপী বলে গণ্য হব।’

দেখুন ৪ ক. ২৪১৩৮; খ. ২৪১৪১, ২৮৪।

৭৯৯। আমাদের কর্তব্য হলো, অন্যান্যের কাছে সত্যের বাণী পৌছে দেয়া। যদি তারা সত্যকে গ্রহণ করে তাহলে তা উত্তম। যদি আমাদের পূর্ণ চেষ্টা সত্ত্বেও তারা তাদের মন্দ পথ থেকে ফিরতে না চায় তাহলে তাদের সত্য-প্রত্যাখ্যানে আমাদের কোন ক্ষতিই হবে না। তাদেরকে আমাদের চিত্তাধারায় আনার প্রয়াসে আমরা যেন নীতি বিসর্জন না দেই, দিলে তা হবে নিজেকে ধৰ্ষণ করার নামাত্তর। অন্যের আত্মাকে বাঁচাতে শিয়ে নিজের আত্মাকে ধৰ্ষণ করা অবশ্যই প্রকাশ্য বোকামী।

৮০০। মহানবী (সাঃ) এর যমানায় একটি ঘটনা ঘটেছিল, যা এ আয়ত ও পরবর্তী দু'টি আয়তে বলা হয়েছে। একজন মুসলমান নিজ গৃহ থেকে বহু দূরে মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই খৃষ্টান-ভাতা তামীমদারী ও আদীর কাছে তার মাল-পত্র জমা দিয়ে তাদেরকে বললেন, সেই জিনিয় পত্রগুলো যেন তারা মদীনায় অবস্থানরত তার উত্তরাধিকারীদের নিকট পৌছে দেয়। মালামাল গ্রহণ করার পর উত্তরাধিকারীরা দেখলো, একটি রোপ্যনির্মিত বাটি নেই। খৃষ্টান ভাত্তাদেরকে সে ঝুপার বাটির কথা জিজেস করাতে শপথ-পূর্বক তারা সে বিষয়ে নিজেদের অঙ্গতা প্রকাশ করলো। পরবর্তীতে উত্তরাধিকারীরা ঝুপার বাটি মকাবাসীদের হাতে দেখে অনুসন্ধান করে জানতে পারলো, সেই দু'ব্যক্তি, যারা মাল আমানত রেখেছিল, তারাই ঝুপার বাটিটা বিক্রী করে দিয়েছিল। সুতরাং সেই দু'ব্যক্তিকে পুনরায় মদীনায় ডেকে পাঠানো হলো। তারা উপস্থিত হলে উত্তরাধিকারীরা তাদের উপস্থিতিতে শপথ করে বললো, সেই ঝুপার বাটি তাদের নিজেদের। অতঃপর সেই বাটি উত্তরাধিকারীদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হলো (মনসুর)।

৮০১। ‘আসরের’ নামায়ের সময়ই এ কাজের উপযুক্ত সময়। কারণ নবী করীম (সাঃ) এ আসরের নামায়ের পরক্ষণেই উপরোক্ত ঝুপার-বাটির ব্যাপারে সাক্ষ্যগ্রহণের কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। নামায়ের পরে পরেই সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণের কাজ সম্পাদন করার কারণ হলো, সেই সময় মানুষের মন খোদা-ভীতিতে আপ্সুত থাকে এবং সত্যবাদিতার প্রতিও মনের বোঁক থাকে। যদি সাক্ষীরা অমুসলমান হয় তাহলে তাদের উপাসনার পরে পরেই তাদেরকে সাক্ষ্যদানের জন্য ডাকা যেতে পারে, যাতে সেই সময়ের প্রভাব তাদেরকে সত্যকথা বলার প্রেরণা দেয়।

بِيَأَيْهَا الَّذِينَ أَمْنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ
لَا يَصْرِئُكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا هَتَّدَ يُتْمِ
إِنَّ اللَّهَ مَرِحُكُمْ جَمِيعًا فَيَنْتَهِكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^(৪)

بِيَأَيْهَا الَّذِينَ أَمْنُوا شَهَادَةً بَيْنِكُمْ
إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةُ اشْتَرِنَّ ذَوَّا عَذْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ
آخَرُونَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنَّ أَنْتُمْ
ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصْبَرْتُمْ
مُّصِيبَةً الْمَوْتِ تَحْمِسُونَهُمْ مِنْ بَعْدِ
الصَّلْوَةِ فَيُقْسِمُنَ يَا إِنَّ اللَّهَ إِنْ تَبْتَغُ
كَثْرَتِي بِهِ شَمَانًا كَوْكَانَ ذَاقَ فَرْزِي وَ
لَا تَكُنْتُمْ شَهَادَةً إِنَّ اللَّهَ إِنَّا إِذَا لَمْنَ
الْأَشْتَمِينَ^(৫)

- ★ ১০৮। তবে তারা (মিথ্যা হলফের) পাপ করেছে বলে জানা গেলে তাদের বদলে তাদের মাঝ থেকে এমন অন্য দু'জন দাঁড়াবে যাদের অধিকার আগের দু'জন^{১০২} খর্ব করেছে। আর তারা দু'জন আল্লাহর কসম খেয়ে বলবে, 'নিশ্চয় আমাদের সাক্ষ্য * সেই দু'জনের সাক্ষ্য থেকে অধিক সত্য এবং আমরা কোন বাড়াবাড়ি করিনি। আমরা (মিথ্যাবাদী হয়ে) থাকলে (আল্লাহর দৃষ্টিতে) আমরা সীমালজ্ঞনকারী বলে গণ্য হবো'।
- ★ ১০৯। এভাবে এটা খুব সম্ভব, (তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হবে যাতে) তারা এই ভয়ে সঠিক সাক্ষ্য দেয় যে তাদের সাক্ষ্যের পর অন্যান্য সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হবে। আর তোমরা ১৪ [৮] আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং (তাঁর আদেশ) মন দিয়ে ৮ শুন। আর (শ্বরণ রাখ) আল্লাহ দুর্শম্পরায়ণ লোকদের হেদায়াত দেন না।
- ★ ১১০। (শ্বরণ কর) যেদিন আল্লাহ রসূলদের একত্র করবেন এবং বলবেন, 'তোমাদের (ডাকে) কিভাবে সাড়া দেয়া হয়েছিল?' তারা বলবে, 'আমাদের (সঠিক) জানা নেই। নিশ্চয় তুমই অদৃশ্য বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত^{১০৩}।'
- ★ ১১১। আল্লাহ বলবেন, 'হে মরিয়মের পুত্র ঈসা! তুমি তোমার প্রতি ও তোমার মায়ের প্রতি আমার (সেই) অনুগ্রহ স্বরণ কর যখন 'আমি রহুল কুদুস (অর্থাৎ পবিত্র আত্মা) দিয়ে তোমাকে সাহায্য করেছিলাম। 'তুমি দোলনায় ও প্রৌঢ় বয়সে^{১০৪} লোকদের সাথে কথা বলতে।' ★ আর (সেই সময়কেও স্বরণ কর) আমি যখন তোমাকে কিতাব, প্রজ্ঞা, তত্ত্বাত ও ইন্জীল

দেখুন : কঃ ৭৪৭; ২৮৪৬৬; খ. ২৪৪৮, ২৫৪; গ. ৩৪৪৭; ঘ. ৩৪৪৯।

৮০২। 'আওলাইয়ান' শব্দটি প্রথম দুই সাক্ষী সবক্ষে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা সত্যিকারভাবে সাক্ষ্য দিবার জন্য তারাই বেশি উপযোগী ছিল- এ কারণে যে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুকালে তারা উপস্থিতি ছিল এবং তাদের উপস্থিতিতে মৃতব্যক্তি 'উইল' (ওসীয়্যত) করেছিলেন এবং তাদের কাছেই মাল-সম্পদও আমানত রাখা হয়েছিল, যাতে উত্তরাধিকারীগণের কাছে পৌছে দেয়া হয়। অপর দুই সাক্ষী মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে হওয়া উচিত।

* [এ আয়াতটি সব সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর উপস্থিতির চিত্র তুলে ধরেছে। আর এসব ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির অধিক নিকট সম্পর্কীয় সাক্ষীদের অংশাধিকার দেয়ার কথা বলা হয়েছে। ১০৭ আয়াতেও একথাই প্রতীয়মান হয়। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টাইকা দ্রষ্টব্য)]

৮০৩। নবীগণের জবাবে বুঝা যায়, আল্লাহ তাআলা কোন সংবাদ বা জ্ঞান লাভের জন্য প্রশ্ন করেননি। বরং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে নবীদের সাক্ষ্য গ্রহণই আল্লাহ তাআলার আসল উদ্দেশ্য। ৪৪২ থেকেও তা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

৮০৪। *[‘দোলনায় ও প্রৌঢ় বয়সে কথা বলা’-এ কথা স্পষ্টভাবে বলছে, ঈসা (আ): তাঁর শৈশব থেকেই ঐশী জ্ঞান ও তত্ত্বপূর্ণ কথা বলতেন এবং প্রৌঢ় ও পরিণত বয়সেও তা অব্যাহত রেখেছিলেন। ‘কাহ্লান’ শব্দটি মানুষের চুলে পাক ধরার বয়স নির্দেশ করে। আর এ শব্দটি পরিণত বয়সকেও বুঝায়।

এ আয়াতটি রূপকভাবে আল্লাহর নবীগণের মাধ্যমে সংঘটিত আধ্যাত্মিক বিপ্লবের দিকে দিকনির্দেশ করছে। এটা ঈসা (আ:) এর একটি বিশেষ গুণ প্রকাশকারী আয়াত যাকে সব নবীর মাঝে অসাধারণ এক ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে, যিনি নিজের মাঝে এক আয়ুল পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টাইকা দ্রষ্টব্য)]

فَيَأْنَ عُثْرَةً عَلَى آنَهُمَا اسْتَحْقَّا إِشْمَاءً
فَأَخْرَانِ يَقُوْ مِنْ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ
اسْتَحْقَ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيْنِ فَيُقْسِمُونَ
إِلَيْهِ لَشَهَادَتَنَا أَحَقُّ مِنْ
شَهَادَتِهِمَا وَمَا اغْتَدَّنَا بِإِنَّا إِذَا
لَمْنَ الظَّلَمَوْنَ^{১০}

ذَلِكَ أَذْنَى أَن يَأْتِيَنَا بِالشَّهَادَةِ عَلَى
دَجِهِمَا أَذْيَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانُهُمْ بَعْدَ
أَيْمَانَهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوهُ وَاللَّهُ
لَيَهُوَ الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ^{১১}

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَهَبَ
أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ
عَلَّامُ الْغُيُوبِ^{১২}

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْصِيَ إِبْنَ مَرْيَمَ أَذْكُرْ
نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى الَّذِي تَلَكَ مِنْ
آيَتِنِي تَلَكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ شَهْرُ عَلِمَ النَّاسَ
فِي الْمَهْدَةِ كَهْلًا وَرَادَ عَلَمْتُكَ الْكِتَبَ
وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّوْزِةَ وَالْأَنْجِيلَ وَإِذْ

শিখিয়েছিলাম। আর (সেই সময়কেও স্মরণ কর) তুমি যখন আমার আদেশে কাদা থেকে পাখিদের (সৃষ্টির) প্রক্রিয়ার ন্যায় সৃষ্টি করতে। এরপর তুমি এতে (নবজীবন) ফুঁকে দিতে এবং আমার আদেশে তা উড়ার যোগ্য হয়ে যেত। আর আমার আদেশে তুমি জন্মান্ব ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করতে^{৮০০}। আর (সেই সময়কেও স্মরণ কর) আমার আদেশে তুমি যখন মৃতদের বের করতে এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) ‘আমি যখন বনী ইস্রাইলকে তোমা থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম’^{৮০১}। তুমি যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছিলে তখন তাদের মাঝে যারা অস্বীকার করেছিল তারা বলেছিল, ‘এয়ে কেবল এক সুস্পষ্ট যাদ’।

১১২। আর (স্মরণ কর) ‘আমি যখন হাওয়ারীদের (অর্থাৎ হ্যারত স্টোর শিষ্যদের) প্রতি (এই বলে) ওহী করেছিলাম, ‘আমার প্রতি ও আমার রসূলের প্রতি ঈমান আন’ তারা বলেছিল, ‘আমরা ঈমান এনেছি এবং তুমি সাক্ষী থাক। নিশ্চয় আমরা আত্মসমর্পণকারী।’

১১৩। (স্মরণ কর) হাওয়ারীরা যখন বলেছিল, ‘হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তোমার প্রভু-প্রতিপালক কি আকাশ^{৮০২} থেকে আমাদের জন্য খাবার ভরতি খাওয়া^{৮০৩} অবতীর্ণ করতে সক্ষম?’ সে বললো, ‘তোমরা মু’মিন হয়ে থাকলে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর।’

১১৪। তারা বললো, ‘আমরা এ (খাওয়া) থেকে খেতে চাই এবং আমাদের হাদয় যেন পরিত্পত্তি হয়। আর তুমি যে অবশ্যই আমাদের সত্য বলেছ আমরা যেন তা জানতে পারি এবং এ বিষয়ে আমরা যেন সাক্ষী হিসেবে গণ্য হই।’

দেখুন : ক. ৩৪৫০; খ. ৫৪১২; গ. ৩৪৫৩, ৫৪; ৬১৪ ১৫।

৮০৫। দেখুন ৪২০-ঘ এবং ৪২০-ঙ।

৮০৬। এখানে ঈসা (আঃ)কে হত্যা করার জন্য ইহুদীদের দ্বারা তাঁকে ক্রুশে দেয়ার ঘটনা এবং এ থেকে ঈসা (আঃ)কে আল্লাহর রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে।

৮০৭। আকাশ থেকে খাদ্য পাওয়ার প্রার্থনা দ্বারা এ কথাই বুবায় যে সেই খাদ্য যেন অনায়াসলভ্য হয়, দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং নিশ্চিত হয়।

৮০৮। ঈসা (আঃ) এর শিষ্যরা এক বেলার খাবার প্রার্থনা করেনি বরং তাদের প্রার্থনার উদ্দেশ্য ছিল খাদ্য লাভের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা যেন তাদের জন্য করা হয়, যাতে অল্প পরিশ্রমে তারা জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْنِ كَهِيمَةَ الطَّيْرِ يَأْذِنِي
فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا يَأْذِنِي
وَشَبِيرٌ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ يَأْذِنِي وَ
إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى يَأْذِنِي وَإِذْ كَفَتْ
بِرَبِّ إِشْرَاعِيلَ عَنْكَ إِذْ چَنَّتْمُ
بِالْبَيْتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ
إِنَّ هَذَا لَا يَسْخَرُ مُؤْمِنِينَ^⑩

وَإِذَا حَيَتْ رَأَيَ الْحَوَارِيْنَ أَنَّ أَمْنَوْا يَنْ
وَبِرَسُولِيْ ۚ قَالُوا أَمْنَا وَأَشْهَدُ يَأْنَنا
مُشْلِمُونَ^⑪

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيْوْنَ يَعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ
هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا
مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ^⑫

قَالُوا نُرِيدُ أَنْ تَأْكُلْ مِنْهَا وَتَطْمِئْنَ
قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْنَا وَ
نَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِيْدِيْنَ^⑬

১১৫। ঈসা ইবনে মরিয়ম বললো, ‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ! তুমি আকাশ থেকে আমাদের জন্য খাবার ভরতি খাঞ্চা অবতীর্ণ কর যেন তা আমাদের প্রথম (প্রজন্মের) জন্য এবং আমাদের শেষ (প্রজন্মের)^{৮০৮}-ক জন্য ঈদ (বলে পরিগণিত) হয়। আর তোমার পক্ষ থেকে তা যেন হয় এক মহা নিদর্শন। আর তুমি আমাদের রিয়্ক দাও। আর তুমই রিয়্কদাতাদের মাঝে সর্বোত্তম^{৮০৯}।

১৫
[৭]
৫

১১৬। আল্লাহ বললেন, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এ (খাঞ্চা) অবতীর্ণ করবো। কিন্তু এরপর তোমাদের মাঝ থেকে যে-ই অকৃতজ্ঞতা করবে আমি তাকে এমন কঠোর আযাব দিব যা বিশ্বজগতের অপর কাউকে দিব না^{৮১০}।

১১৭। আর আল্লাহ যখন বলবেন, ‘হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি লোকদের বলেছিলে, ‘আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে এবং আমার মাকে দু’জন উপাস্যরূপে^{৮১১} গ্রহণ কর?’ সে বলবে, “তুমি পরম পবিত্র। আমার যা বলার অধিকার নেই তা বলা^{৮১২} আমার পক্ষে সম্ভবই নয়। আমি এ (কথা) বলে থাকলে অবশ্যই তুমি তা জানতে। আমার মনের কথা তুমি জান, কিন্তু তোমার মনে কি আছে আমি জানি না। অদ্যের যাবতীয় বিষয় কেবল *তুমই জান।

দেখুন : ক. ৫৪১১০; ৯৪৭৮; ৩৪৪৯।

৮০৮-ক। খৃষ্টানরা রোমান বাদ্যশার মাধ্যমে প্রথমে জাগতিক ক্ষমতার মুখ দেখে এবং এখন বিশ্বের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তারা কর্তৃত ও ক্ষমতা প্রয়োগ করছে।

৮০৯। ‘ঈদ’ শব্দ দ্বারা কিছুটা আভাস দেয়া হয়েছে, খৃষ্টানদের উত্থান ও উন্নতির যুগ হবে দু’টি। কেননা ‘ঈদ’ শব্দের অর্থ ‘যে খুশীর দিন পুনরায় আসে’। কন্ট্রাইন এর পরে পরেই খৃষ্টান জাতি ইহ-জাগতিক উন্নতিতে বিরাটা সাফল্য লাভ করে। এটা ছিল তাদের প্রাথমিক পর্যায়ের ইহ-জাগতিক সাফল্যের স্বর্ণযুগ। আবার অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে তারা যে ইহ-জাগতিক উন্নতি ও রাজনৈতিক কর্তৃত পৃথিবীব্যাপী অর্জন করেছে, অন্যান্য জাতির ইতিহাসে এর দৃষ্টিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

৮১০। এ আয়াতে সেই শাস্তির কথাই বলা হয়েছে যা ১৯ : ৯১ এ বলা হয়েছে। গত দু’টি মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা এ ভবিষ্যদ্বাণীর এক পর্যায় পূর্ণ করেছে। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন, পশ্চিম খৃষ্টান জাতির জন্য আরো কোন্ ভয়াবহ শাস্তি অপেক্ষা করছে।

৮১১। খৃষ্টান জাতি মরিয়মের প্রতি ঐশ্বী-ক্ষমতা আরোপ করার যে পথ ধরেছে, এ আয়াত এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গীর্জায় লীটানী নামক প্রার্থনা পদ্ধতিতে স্বর্গীয়-ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে মরিয়মের কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করা হয়। রোমীয় গীর্জার ‘ক্যাটোকিজম’ (প্রশ্নোত্তর) পদ্ধতিতে মরিয়মকে ঈশ্বর-মাতা বলে ধর্মতত্ত্ব পোষণ ও প্রচার করা হয়। পূর্বে গীর্জার ‘ফাদারগণ’ তাকে ‘স্বর্গীয়’ বলে সম্মান দেখাতেন। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে দ্বাদশ পোপ পীয়স গীর্জার ধর্ম-বিশ্বাসের মাঝে মরিয়মের সশরীরে আকাশ-গমন ও অবস্থানকে স্থান দিয়েছেন। এ সব নব নব বিশ্বাস মরিয়মকে ঈশ্বরের স্তরে পৌছিয়েছে। প্রটেস্ট্যান্টরা একে মরিয়মবাদ বা মরিয়ম-পূজা নামে নিন্দা করে থাকে।

৮১২। ‘মা ইয়াকুন লী’ এর অনুবাদ করা হয়েছে ‘আমার পক্ষে সম্ভবই নয়।’ এর অনুবাদ এরপও হতে পারে : এটা আমার পক্ষে মোটেই শোভনীয় হতো না, এটা আমার পক্ষে সম্ভবই ছিল না, আমার (এরপ বলার) কোন অধিকারই ছিল না ইত্যাদি।

قَالَ عِيسَىٰ إِنِّي مَرْيَمُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزَلْتَ
عَلَيْنَا مَائِذَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا
عِيهًادًا لَّا دَرَنَا وَأَخْرِنَا وَأَيْةً مِّنْكَ هَذِهِ
إِذْ قَنَّا وَأَنْتَ خَيْرُ الرُّزْقِينَ^{৮১৩}

قَالَ اللَّهُ رَبِّيْ مَنْزِلْهَا عَلَيْكُمْ هَفْمَنْ
يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنَّ أَعْذَبَهُ عَذَابًا
لَا أَعْذَبَهُ أَحَدًا إِنَّ الْعَلَمِينَ^{৮১৪}

وَرَأَذَقَاللَّهُ يَعِيسَىٰ إِنِّي مَرْيَمَ هَأَنْتَ
قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُو نِي وَأُرْتِي لِلْمَئِينَ
مِنْ دُونِ إِنِّي، قَالَ سُبِّحْنَكَ مَا يَكُونُ
لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِيْ هَبْحِقَ مَارِيَ
كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ هَتَّعْلَمُ مَا فِي
نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ هَإِنَّكَ
أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ^{৮১৫}

১১৮। তুমি যে আদেশ আমাকে দিয়েছিলে আমি তাদের কেবল তা-ই বলেছি, অর্থাৎ 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমারও প্রভু-প্রতিপালক'^{১৩} এবং তোমাদেরও প্রভু-প্রতিপালক'। আর আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম আমি তাদের পর্যবেক্ষক ছিলাম^{১৪}। কিন্তু তুমি যখন 'আমাকে মৃত্যু দিলে'^{১৫} তখন একমাত্র তুমিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলে। আর তুমি সব বিষয়ের পর্যবেক্ষক।★

১১৯। তুমি তাদের আয়ার দিলে তারাতো তোমারই বান্দা। আর তুমি তাদের ক্ষমা করে দিলে সেক্ষেত্রে নিশ্চয় তুমিই মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।"

১২০। আল্লাহ বলবেন, 'আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের কাজে আসবে। তাদের জন্য এমন সব জান্নাত রয়েছে যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।' 'আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এ হলো মহান সফলতা।'

১২১। 'আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এদের মাঝে যা আছে সব কিছুর (ওপর) রাজত্ব আল্লাহরই। আর তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান'^{১৬}।

১৬
[৫]
৬

দেখুন : ক. ৫৪৭৩; ১৯৪৩৭; খ. ৩৪৫৬; গ. ৯৪১০০; ৫৮৪২৩; ৯৮৪৯; ঘ. ৫৪১৮, ৪১; ৪২৪৫০; ৪৮৪১৫।

৮১৩। ঈসা (আঃ) একমাত্র আল্লাহরই উপাসনা করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন (মথি-৪৪ ১০; লুক-৪ ৪৮)।
 ৮১৪। যতদিন ঈসা (আঃ) জীবিত ছিলেন তিনি তাঁর অনুসারীদের প্রতি প্রথর দৃষ্টি রাখতেন যাতে তারা সঠিক পথ থেকে ছিটকে না পড়ে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে তারা কোনু পথ অবলম্বন করেছে এবং কোনু কোনু মিথ্যা বিশ্বাস গ্রহণ করেছে তা তিনি জানতে পারেন নি। এখন যেহেতু তার অনুসারীরা বিপথগামী হয়েছে, সেহেতু চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় যে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। কেননা এ আয়াত এ কথাই বলে, সিসা (আঃ) এর অনুসারীরা তাঁর মৃত্যুর পরেই তাঁকে খোদা বলে পূজা করবে। দ্বিতীয়ত এ আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী ঈসা (আঃ) এর কথা- তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁকে এবং তাঁর মাকে দুই খোদা বলে পূজা করার কথা তিনি মোটেই জ্ঞাত নন- প্রমাণ করে যে তিনি আর কখনো এ পৃথিবীতে আগমন করবেন না। কেননা তিনি যদি পৃথিবীতে পুনরাগমন করতেন এবং সচক্ষে দেখতেন, তাঁর অনুসারীরা তাঁকে ও তাঁর মাকে পূজা করছে তাহলে তিনি এ বিষয়ে নিজের অভিতা প্রকাশ করতে পারতেন না। এরপ অভিতা প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে উত্তর দিলে একে জাজ্যল্যমান মিথ্যা বলে আল্লাহ তাঁকে তিরক্ষার করতেন। নবী হয়ে আদৌ তিনি মিথ্যা বলতে পারেন না। অতএব এ আয়াত অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলে দিছে, ঈসা (আঃ) মারা গেছেন। তিনি আর কখনো পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না। তদুপরি নবী করীম (সাঃ) এর একটি সুবিখ্যাত হাদীসে আছে যে নবী করীম (সাঃ) যখন তাঁর একদল অনুসারীকে কেয়ামত দিবসে দোয়েখের দিকে নেয়া হচ্ছে দেখবেন তখন তিনিও এ কথাই বলবেন, যা এ আয়াতে ঈসা (আঃ) এর মুখে উচ্চারিত হয়েছে (বুখারী : কিতাবুত্তফসীর, সুরা মায়েদা)। এটা আর একটি অতিরিক্ত প্রমাণ যে রসূলে পাক (সাঃ) এর মতই ঈসা (আঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন।

★ [এ আয়াতে হ্যরত ঈসা (আঃ) এর মৃত্যুর সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়, যতদিন হ্যরত ঈসা (আঃ) জীবিত ছিলেন ততদিন তার নিজের জাতি অর্থাৎ বনী ইসরাইল শেরেক ছড়ায়নি। তিনি ফিলিস্তিন থেকে হিজরত করে চলে গেলে সাধু পল (সেন্টজন) গ্রীকদেরকে, যারা বনী ইসরাইলীদের অন্তর্গত নয়, পথভ্রষ্ট করে আর এরাই হ্যরত ঈসা (আঃ)কে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে। হ্যরত ঈসা (আঃ) এর সমোধিত জাতি অর্থাৎ বনী ইসরাইলে হ্যরত ঈসা (আঃ) এর জীবদ্ধায় বনী ইসরাইল জাতিতে শেরেক ছড়ায়নি। (হ্যরত খলীফাতুল সহীহ 'রাবে' রাহে') কর্তৃক উর্দ্ধতে অনুদিত কুরআন করীমে টীকা দ্রষ্টব্য।]

৮১৬। এ আয়াতটি সূরা মায়েদার যথার্থ পরিসমাপ্তি। কেননা এ সূরাতে খৃষ্টানদের ভ্রান্তিগুলোকে অতি পরিকার ও কার্যকরীভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং তাদের বিশ্বাসগুলোকে সম্পূর্ণ অসার প্রতিপন্থ করা হয়েছে। এ আয়াতে পরোক্ষভাবে এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে, খৃষ্টান জাতিগুলোর ইহ-জাগতিক চাক্ষিক্য ও প্রতিপন্থির দিনগুলো স্থায়ী হবে না। আল্লাহর রাজ্য অবশেষে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং তাঁর দৃষ্টিতে যারা অধিকতর যোগ্য তাদের হাতে তা ন্যস্ত করা হবে।

مَا قُلْتُ لَهُمْ لَاّمَا أَمْرَتَنِي بِهِ أَنِ
أَعْبُدُ وَاللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ وَكُنْتُ
عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَمَّا فِيهِمْ فَلَمَّا
تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ آنَتِ الرَّقِيبَ
عَلَيْهِمْ وَآنَتْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

إِنْ تَعْزِّزْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ
تَغْفِرْلَهُمْ فَإِنَّكَ آنَتِ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْقُضُ الصِّرَاطَ
صَدْقَهُمْ لَهُمْ جَنَاحٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
إِلَّا نَهْرُ خَلِدُونَ فِيهَا أَبَدًا وَرَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذِلْكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

يَلِيهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ